





市

260















সদস্যবাহু

—

সোপানিকা: নিবাসী

ঐক্য উন্নয়ন দিবসে কর্তৃক গঠ

সংগঠিত হইল

সংগ

অনুমতি প্রাপ্ত

কলিকাতা

উন্নয়নমূলক সংস্থা দ্বারা গঠিত হইল।

সংগঠিত হইল।







# সূচীপত্র ।

বিবরণ।	পৃষ্ঠাঙ্ক।
অথ নারায়ণ বন্দনা ।	১
“ নারায়ণ বন্দনা ।	২
“ মনোমতী বন্দনা ।	৩
“ হরিহর বন্দনা ।	৪
“ প্রভুের কৃপিতা ও আশ্রয় পরিচয় ।	৫
“ মনোমতী ।	৬
“ শিব কর্তৃক মনোমতীর কর্ণদমন ।	৭
“ যক্ষ কর্তৃক শিবের স্তুতি ।	৮
“ শিব কর্তৃক মনোমতী শাপগ্রস্ত ও বর্জ্যপুত্রের কথা ।	৯
“ মনোমতী বনমতীতে গর্তে আসিয়া ও বর্জ্য পুত্র ।	১০
“ দাসী প্রাণীর গর্তকথা রাখিতে নিষেধে করে ও মনোমতীর জন্ম ।	১১
“ মনোমতীর জাতিকর্ম ।	১২
“ মনোমতীর তীর্থযাত্রা ।	১৩
“ হুজুরানিসূত্রের মনোমতীমিত্র হুজুরানী প্রথম ও ত্রিভুজানিসূত্র- ভোক্তা মনোমতীস্বাক্ষরিত ত্রিভুজানী প্রথম ।	১৪
“ ত্রিভুজের জাতিকথা ও মনোমতীর ।	১৫
“ ত্রিভুজের জাতিকর্ম ও বালালীনা ।	১৬
“ কৃত্তিকার কন্যাস্বয়ং হইতে কন্যলিনী প্রাপ্ত ও ত্রিভুজানী ।	১৭
“ ত্রিভুজের জাতিকর্ম হুজুরানী বাক্য ও রাধাকৃষ্ণ নিয়ম ।	১৮
“ মনোমতীর কান্দীক কন্যাস্বয়ং ।	১৯
“ মনোমতী এক বৃক্ষ হিতকে জানিয়া তীর্থযাত্রার প্রেরণ ।	২০
“ ত্রিভুজ কর্তৃক মনোমতীর রূপ বর্ণনা ।	২১
“ মনোমতীর রূপ প্রদর্শন মনোমতীর উদ্ভব ।	২২
“ মনোমতী কর্তৃক শিবের স্তুতি ।	২৩
“ মনোমতীর জাতিকর্ম শিবের স্তুতিবাক্য ও মনোমতীর মনোমতীর গনন ।	২৪
“ মনোমতী কর্তৃক কান্দীক পুত্র ও স্তুতি ।	২৫



নিমন্তে।

- অথ মাধুরীর প্রতি কামীর দৈববাণী। ০ ০ ০ ০ ১৭
- “মদন কর্তৃক সুরসেন নগর বর্ণন। ০ ০ ০ ০ ৩
- “নগর ও উদ্যান বর্ণন। ০ ০ ০ ০ ১৮
- “মদন হান আশিক মরোবারে আরম্ভিলে অষ্ট কলাননা  
ঐ রূপ নিরীকনে প্রতি প্রতি আক্ষেপ ও আশ্রয়  
ভাগ্য নিম্ন ও বিপত্তিকে ভরসনা। ০ ০ ০ ০ ২১
- “মদনের সহিত ভীমালৈকরীর সাক্ষাৎ ও ভবভবনে স্থিতি। ০ ০ ০ ০ ২২
- “মাধুরী পুষ্পচয়নার্থে আসিয়া মদনের রূপদর্শন ও বেদ। ০ ০ ০ ০ ২৩
- “দামীর বাজহলে ভৈরবীকে কহিয়া মাধুরীর নিকটে গমন। ০ ০ ০ ০ ২৪
- “দামীর অধিক বেলায় পুষ্প আনিতে মাধুরী কোথায়  
ভ্রমণা করেন। ০ ০ ০ ০ ২৫
- “দামীর কর্তৃক বোগীর বর্ণন। ০ ০ ০ ০ ২৬
- “মাধুরীর খেতেকি ও বোগীর দর্শনে পরামর্শহলে ভাবী  
অশুভা মণ্ডন। ০ ০ ০ ০ ২৭
- “দামীর আশ্রয় মাধুরী মণি সমভিত্যাহারে নিঃপুঞ্জ  
গমন ও বোগীর দর্শনে। ০ ০ ০ ০ ২৮
- “মাধুরীর বেদ। ০ ০ ০ ০ ২৯
- “মাধুরী কর্তৃক শিবের পুত্র ও মরোবারে বড়টুক। ০ ০ ০ ০ ৩০
- “শিব হৃদয়ে মাধুরীর প্রতি আশ্রয় করি অষ্টক। ০ ০ ০ ০ ৩১
- “মাধুরী কর্তৃক শিব চতুর্ভুজ। ০ ০ ০ ০ ৩২
- “শিব চতুর্ভুজ দৈববাণীযোগে মাধুরীকে মনু দান। ০ ০ ০ ০ ৩৩
- “মাধুরী ভৈরবীর বাসে কিঞ্চিৎ শাস্ত্র হইয়া মনু দর্শন  
মাধুরীর রূপ দর্শনে মধ্য প্রতি মদনের কথ। ০ ০ ০ ০ ৩৪
- “মদন কামদে পুষ্পার অঙ্গদীর আশ্রিয়া উভয়ভার ভাবেন  
এমত কালে উভয় মিলন আশয়ে ভৈরবী উপনীতা  
হইয়া কহিতেছেন। ০ ০ ০ ০ ৩৫
- “মদনের নিকটে হইতে ভৈরবী বিদায় কহিয়া মাধুরী  
নিকটে গমন। ০ ০ ০ ০ ৩৬
- “ভৈরবীকে দেখিয়া মাধুরী মকরণের জিজ্ঞাসা। ০ ০ ০ ০ ৩৭
- “মদন নির্ণয় করিয়া ভৈরবীর দমন ও মাধুরী অজিতাবে  
কামীর পূজা করেন। ০ ০ ০ ০ ৩৮



অথ পূজান্তে কানিকার স্তুতি।	৩৩
“ মাধুরী পূজান্তে গৃহে আগিয়া দিনমণি মিত্রীকণ করেন।	ঐ
“ মাধুরী সমীদহ শিবপূজাফলে যোগির নিকট গমন ও	
মিলন।	৩৪
“ মাধুরীর প্রথ জিজ্ঞাসা ও যোগির প্রত্যুত্তর।	৩৫
“ মাধুরী কাতরা চইয়া যোগিরে কহিলে।	৩৬
“ মদন রমণে উদ্বেগী ও মন্দ্যতীর হুল।	৩৭
“ মদন মাধুরীর প্রতিজ্ঞা।	৩৮
“ মদন কর্তৃক শঙ্কর।	ঐ
“ মদন মাধুরী রমণান্তে কদার কোশলফলে দ্বিতীয় দ্বার	
প্রতিজ্ঞা।	৪০
“ মদন মাধুরীর দ্বিতীয় দ্বিগের মিলন ও মদন	
দ্বিতীয় কৃত্তিক বাহু।	৪২
“ মাধুরী দ্বিগের দ্বিগের মিলন ও মদন	
দ্বিতীয় কৃত্তিক বাহু।	৪৩
“ মদন কর্তৃক প্রত্যুত্তর।	ঐ
“ দ্বিগের প্রতিজ্ঞা।	৪৪
“ কদার কোশলে মজ্জিগুহ ও উমাধুরীর মিলন সুন্দর।	৪৫
“ মজ্জিগুহের বিবাহ দেওন জন্ম মদন মাধুরীর কৃত্তিক।	৪৬
“ মাধুরী ও উমাধুরী কান্ত মিলনের উদ্বেগী।	৪৭
“ মজ্জিগুহ ও মজ্জিগুহের মিলন।	৪৮
“ উমাধুরী মজ্জিগুহের রমণালা প্রদান ও প্রতিজ্ঞা।	৪৯
“ মদন ফলে তীর্থ বাহিনী কদার মাধুরীর দ্বিগের	৫০
“ মদন নিবারণজন্ম মাধুরীর প্রতি মদন কৃত্তিক।	৫১
“ মদনান্তে মাধুরীর গৃহে গমন ও মদনকে জন্মদেওন দ্বিগের	
কৃত্তিক।	৫২
“ মাধুরীর আদেশে দ্বিগের মদন মিলন ও মদন	
কৃত্তিক।	৫৩
“ মদন মাধুরীর দ্বিগের মিলন ও মদন	
কৃত্তিক।	৫৪
“ মাধুরীর মিলিতে তীর্থ ভৈরবীর দ্বিগের গমন ও মদন	
কৃত্তিক।	৫৫
“ মদন কর্তৃক মদনকে বৃত্ত ও মাধুরীর আদেশ।	৫৬



অথ যখন যোগিকে উদ্ধারবিন্দুর রাজসভায় লইয়া যান ও

তৎকালমে মগরাজনার খেদ।	০	০	০	০	০
“ যোগিকে লইয়া রাজসভায় উপনীত ও রাজসভা বর্ণন।	০	০	০	০	০
“ সভাপণ্ডিত কর্তৃক চোরের পরিচয়।	০	০	০	০	০
“ তৎকর ভূতনাথস্য চতুর্থে ভূপ বিচার।	০	০	০	০	০
“ বোগী উক্তি শ্রোক।	০	০	০	০	০
“ বসন্তোদয়ে মাধুরীর বিহঃ যজ্ঞদার আবেশন।	০	০	০	০	০
“ মাধুরী কর্তৃক কালী প্রতি।	০	০	০	০	০
“ মাধুরীর প্রতি কালী মনসা হইয়া কণ্ঠে।	০	০	০	০	০
“ মদন কর্তৃক শিবের প্রতি।	০	০	০	০	০
“ মদন কর্তৃক প্রতি।	০	০	০	০	০
“ রাজ্য কারাগারে যোগির নিকটে বিনয়।	০	০	০	০	০
“ মদনমাধুরীঃ বিবাহ।	০	০	০	০	০
“ মদনমাধুরীর বাসরে শয়ন।	০	০	০	০	০
“ মদনমাধুরীর পুনর্বিঃ দর্শন।	০	০	০	০	০
“ মদনমাধুরীর বাকচলে প্রতিহীড়।	০	০	০	০	০
“ রাজার নিকটে মদনের পরিচয়।	০	০	০	০	০
“ মদনের আবেশঃ মদনকর্মে ভূপতির অসুখতি আর্জনা ও	০	০	০	০	০
তৎকালে ভূপতির আবেশন।	০	০	০	০	০
“ মাধুরীর নিকটে মদনের নিদ্রা আর্জনাঃ	০	০	০	০	০
“ এমদন ও উদ্যাদুরীর প্রাণাশ্রমে বিবাহ ও মদন মাধু-	০	০	০	০	০
রীর সহিত স্বদেশে গমন।	০	০	০	০	০
“ এমদন ও উদ্যাদুরী পুনর্বিঃ দর্শনে বাকচলে।	০	০	০	০	০
“ এমদনের প্রতিহীড়ঃ ও স্বদেশে যাইবার পুনঃ।	০	০	০	০	০
“ মদনমাধুরীর কাল্পশ্রমগরে গমন ও পুরবাসিনীর খেদ।	০	০	০	০	০
“ মদনমাধুরীর ভবনে গমন।	০	০	০	০	০
“ মদনমাধুরী কর্তৃক শিবের স্তব।	০	০	০	০	০
“ সেবকের স্তরে শিব পুস্প করেন।	০	০	০	০	০
“ মদন মাধুরী জয়নার বক করে।	০	০	০	০	০
“ মদনমাধুরীর স্বর্গারোহণ।	০	০	০	০	০



# মদনমাধুরী ।

—\*\*\*—

লালাসগন্ধি মৃগলং যো কং মাদনং মদনং ।

সকলকাম ভবেৎ সিদ্ধং অস্টে কেবলমাদনমতং ॥

গগেন্দ্র মদন ।

রাগিণী পরজ : তাল বেহা :

মদাশ্রয়গণেশ জীবনংক : বিম্বদিশামক মিত : ন হই  
নামনং :

কদমে হইয়ে উদয়, হর ছায়ে সমুদয়, উনাচরণ বিজ  
কয়, কয় দুই অতিময় ।

ত্রিপদী : ওহ শ্রীকৃষ্ণসেত, মজ্জা হইবে মজ্জা দেহ, দেহ নৃপতি  
জড়িয়া প্রণতি । মিল্লুর ভূষণ জ্যোতিন, হৃদয় পাতাল গতি, কোটি  
ইন্দু চরণে উজ্জতি ॥ নিবেদন করি মুখে, ও নাম তা বরি মুখে,  
মৃত্যুকামী মুখে বেড়ে মর । অশ্রুপূর্ণা মিল্লিনাভা, বাহিনাভা মিতা-  
নাভা, বীড়ির মাঝা শুল্লির কলর । কবচক বিদ্য উর, মম কদমেজ  
বিতর, অশ্রুপূর্ণ কর করণ । অমরাশ্রুগণেশ, তুমি কে দেবগণেশ,  
আজি কর মানস পূরণ ॥ আমার দেবক মতি, ও পদ অমৃত্যো নতি,  
সুকুমার প্রক্তি কুমারণ । সম্পদ ইচ্ছক মতি, ঐহিক সম্পদ জহি,  
উমাচরণে বিহারণ ॥



সরস্বতী বন্দনা ।

রাগিণী দাহার । তাল রূপক ।

কি বিরাজে সরস্বতীসিনী । জ্ঞানাত্মনদাত্রী অজ্ঞান  
তমো নাশিনী ॥

ওগো মা আমার, তুমি গো বরদা, জয়দা জ্ঞানদা রূপিণী ।

হৃদাঙ্কুরাচরণে, কুর্নতি মহেন, উদাহরণে, দয়। প্রকাশিনী ॥

পয়ার । - - - - -

তুমি স্রষ্টা পিতা পিতৃব্যের ইন্দ্রী তুমি আছ সর্বদেব । যে  
যে কলঙ্ক পূর্ণ সে যেই ভয়টে । বিরাঙ্কিত কলি পদা যেতলত-  
দলে । শতদল দিয়ে তোমায় পূজি শতদলে ॥ জামি জড় লোভুপ  
হই বিহব্দ অমরন । দগাদানে থাকিবে বজ্র ঈদিক নিদানে ॥  
যেদেবে কলঙ্কিত মানস তব পদ পূজনে । কদীশ করেছ তুমি  
অপবিত্রী জ্ঞান । দেবাকর্মে তামি যেবা জদি অহিন্দে । বেদবেশ  
করে তানে । তব পারিহিন্দে ॥ বারন মার মীত্ব কব পদ পূজি করে  
তব দাম বহু অনায়াস সবে করে কবে ॥ উদাহরণে, নতি করি উমা  
চরণ বলে । রচিত স্তবন এস্তু তব পদবলে ॥

হরিহর বন্দনা ।

রাগিণী আশিরা । তাল আড়া ।

হরি হে হর । - - - - -

ওহে হর একে করি, বসে সেহ পরিহারি, ভবতবুঝ লভরি,

উদাহরণ পায় পাক ॥

সর্বভূতপাদ । - - - - -

হরিহর । - - - - -







নি উল্লাসে, উল্লসিত কৈলাসে, হইলেন তখন ॥ বিজ্ঞানেন নক্ষীত  
 সাহেন কি মন্দিরে, ঠাকুর ভোজনাত্মক । হরের জীচরণ, আকারক্ষণ  
 করিম, করিব প্রনিপাত ॥ নক্ষী কন তাহারে, শিব শিবা বিহরে,  
 সাহেনতো শিবিরে । হার জীব সেবক, আশ ভূম্য শাবক, কেব-  
 লতো বাবি রে ॥ বাস বাসে উল্লস, মা হইল নিবৃত্ত, আরজু কথ  
 কথ । বক দেহের বহু, কারণে শিবালয়, প্রবেশিল নিবৃত্ত ॥  
 কখনো আদিত্য, শ্লিষ্টমণ দৃষ্ট, করে তখন বক । কলিল কোনা-  
 য়ে, বহিল বুঝি মনে, বহুগ বিলপাক্ষণ । হার জীব জিহ্বত, করে  
 বহু কর, বহু কর মন ; ভাবে উল্লসিত, কৈ কৈ আচরণ, মনমোর  
 নিবৃত্ত ॥

অতঃপর কর্তব্য সাগর অগম্য, ও অতিক্রম্য

নক্ষাত্মক । হরের আত্ম কল্যাণে, কৃতকৃত্য জুগাফন, অক-  
 লিল নক্ষীপদে । বক্ষনীয় পুত্র, মিলনীয় করত, এ হরাত্ম হনি  
 বাণীবন্তে ॥ চিত্রায় মন্দির, ভবনীর কিসকি, সেবিও বক  
 কথ । কি কণকর্ণ রূপ, নিকট রূপ, কার্য মোরে পুত্রো ॥ মন  
 মন পদচ্যুত, পদেতে কং দিত । করি অবৈধ, উচ্চ হইতে অধঃ,  
 উপতিত ॥

কথা । হর জীব জীবাত্মক কল্যাণ নিবৃত্ত শব্দ অবলম্বী  
 হইয়া অতি ইচ্ছা মন । বক্ষনীয় বহু আশ্রিত হইয়া দৃষ্টপাত করি-  
 মনমোর হর জীব । আশ্রিত হইয়া জীব মনমোর নিবৃত্ত হইবে । উল্লসিত  
 হর ও বক্ষন । হর কি বক্ষন । অতঃপর হইবে ভোগ উদ্যোগের  
 নিপাত ॥

বাগিনী শিব । প্রাণ আত্ম ।

আত্মভাব আত্ম, এ দলি কলীমে ভোগ, হইলে মনোর  
 ভোগ হর নিবৃত্ত মন, এ অধম শিব মন, মীরে মনোর  
 মন রূপ রূপ । জীবন মন আরাবি, মনোর অধম মন, হর  
 জীবচরণের দোষ ॥



## মহাশয়

যক্ষ কঙ্কণ শিখর শুভি।

অবল মনিতম্বল। মমলো গতিস্থং সুখাং শুশেখর। অগল  
অবল কুমার কিল্লর। পশাঙ্ক নখে যে ভবানি নিখার। হস্ত  
অস্তর আস্তর অস্তর। এ মোক্ষ যমাতা কাম্য দেহন। তাম্র  
পুঙ্কন যাজন নম্বর। খেলো জ্যাক শাখা বক্ষা মম। দেহ সাক্ষাতি  
মস্ত্রতি স্থং মস্ত্রিগর। গিরীশ গৌরীশ শবির অস্তর। উদাত্তর  
চরো বক্ষা বক্ষা।

শিব কঙ্কণ মনোর শাপম্বল ও মদ্যাম্বল জ্ঞান হস্ত।

উত্তম জ্ঞান। শব্দপবন কন বাক্য, অদ্বিত্য জ্ঞানিত যক্ষ,  
মরোনিতে শাসা জ্ঞান নিতে। পশন কন বক্ষা। শিব মদ্য  
তীর্থ করে, শিব মন চান্দন মনোতে। কিল্লর মন মস্ত্র  
অস্তর হইবে মস্ত্র, তজ্জাগিয়া কর মা. জ্ঞান চিত্তে। কিবা কণা  
শিব মন, মরো হই জ্ঞান হইবে, তজ্জাগিয়া কর মা. জ্ঞান চিত্তে ॥  
তাম্র। ইত্যস্তর মস্ত্র, যক্ষরাজন মন মস্ত্র, মন মস্ত্র মন গ-  
মন। কন অস্তর অস্তর, মন মন মন মন, মন মন মন মন  
বাক্য। তম্র ভাব। মন মন মন, মন মন মন মন, মন মন মন মন  
মন মন। এই মন জ্ঞান মন, মন মন মন মন, মন মন মন মন  
মন মন যক্ষরাজ হইল। উদাত্তর মন মন, মন মন মন মন  
মন, মন মন মন মন ও ভোগে ভোগিল ॥

মল্লের মনোর গাও জ্ঞান ও গাও মন

মল্লের। রাণী বলে উলো দাসি মনোর, মনোর মনোর। দিনে দিনে  
উলো কেন মনোর উলো। মনোর হইতে মনোর মনোর। কখন  
কখন মনোর মনোর মনোর। কি জ্ঞানি কণালে মনোর কি কণালে  
কণী। কণা মনোর মনোর কেন মনোর কণী। মনোর মনোর দাসি  
মনোর কণী মনোর। মনোর মনোর কি মনোর মনোর মনোর ॥ মনোর মনোর  
মনোর উলো মনোর। মনোর মনোর মনোর কি মনোর মনোর ॥  
মনোর মনোর মনোর মনোর মনোর। মনোর উলো মনোর মনোর  
মনোর ॥ মনোর মনোর মনোর মনোর মনোর ॥



## মহানন্দ

কিনের কারন ॥ চকিতে বিরক্ত হয়ে নাহি গায় বন । বেতে কটি  
 মোর কিবল অশ্রন ॥ বড় পক্ষ করে মানী মধ্য হস্তিকাতে  
 মন মগ্ন নয় এ আশ্রিত হস্তাতে ॥ অতঃপর সহত অক্ষ করে মাটি  
 মোর গোড়া মাটিতে করে বৃদ্ধি মাটি ॥ উদ্যতন কর তম তুলসি  
 জামিনী । নারীর অশ্রন বটে হইল সজিনী ॥

মানী রাণীর গড়কথা রাজার নিকটে জানায়

ও মহানন্দ জগৎ ।

সুখের প্রিয়তা । কহে বৃন্দ, কাহ মানী, ও মহিষি জনগো ।  
 সুখতি, ভাবনা, গড়কথার জগৎ গো । নারী ব্যাধি, করে বিধি, সুখ  
 নিধির সজল গো । সখকূপ, ভাদি কূপে, ও কূপে জগৎ  
 জগৎ, বীতিমত, কত মত ক্রিয়া জগৎ গো । বহুশ্রম, বহুশ্রম, কত  
 মতা জগৎ গো । কহে কূপতি, বৃন্দাধিপতি, ত্রিনোকপতি করে  
 ছেন গো । বেগ নারী, দ্বাধ বর, মানী গড় বহুশ্রম গো । কতম  
 কৃষ্ণকিট, পাণ্ডা মিত্র সমুদয় গো । পঞ্চমত, পঞ্চমত, বীতিমত  
 দেয় গো । নয়মত, মনোমত, লাবন্যে মার নিগ গো । মনোমত  
 সুনিবেদ, মনোমত মানী কহে গো । জামা পুত্র, সুপরিচিত  
 মাতা মনোমত গো । বেগ বারী, ভাবনা কতি, কহে পুত্রী পুত্র  
 করে মানী । বরী মানী, অশ্রন মানী বহুশ্রম গো । বেগ মানী  
 কূপ আশি, মান হাশি, কহিছে গো । মনোমত, বীতিমত, মনোমত  
 জগৎ গো । মিত্র পুত্র, মাতা পুত্র, কহে বেগে বৃদ্ধা বর গো  
 কহে বর, মনোমত, মনোমত, জামা মাতা গো । উদ্যতন, কবিরত  
 কহেন কি হেরি বর ॥

মহানন্দ জগৎ ।

জামিনী ক্রিমিটে । ভাগ জাড়া ।

কি জামন কহে জামন মন হেরি মনোমত । জামন মন  
 কি করে জামন হিন্দা হিন্দা মন ॥  
 জামন দিনে মনোমত, হেরি মন মন জামন, উদ্যতন



*(continued)*

समस्त जीवों का अर्थः ।

[illegible]



## মহনমোহুরী ।

ব্রজবাসিন্দুধে মহনমোহুরি ব্রজলীলা শ্রবণে ত্রীভাগব-  
তোক্ত মহনমকঙ্কালগর্ত ত্রীকুকলীনা

শ্রবণ ।

রাগিনী বিবিকট । তাল চৈক্য ।

ভক্তিযোগে হরি কলে জিনে কে অমরম । মোহে যোগা-  
যোগে ব্রজ এ ভাগ্য মর কোম ক্রমে ॥

ভক্তি নাই সব ভক্ত, এ বাসনা অতিরিক্ত, তরু হয়ে হবে  
মুক্ত, উঃ বাথ চরমে ॥

বিমলপ্রিয় । মহনমোহুরী, হয়ে অতি মনোযোগী, যোগে  
গায় বীণারের সোহাগী । মনসে চোকন শিব, আশি কি তা প্রকাশ  
হয়ে মাখি ভব ভঞ্জে উদগত । ত্রীকুক পোলোক পতি, চিহ্নায় সৃষ্টি  
পতি, লয় আশি ব্রজ ব্রজ কলীক । ব্রজ কলীক তীর অশীল, তিনি  
কলীকীন, তার মন ভক্তমে বঞ্চে ॥ মেঘে ও লাভন মুনি, বৈষ্ণব  
মহোদয়, চিত্তমোহে চিত্তে মনোজ্ঞান । ধন জন আশি মুদ, সে  
পতি নিগ্রহ, পতিবারে পতক, কুকলক ॥ মেঘে ওলাক ব্রজ, ক  
মেঘে কলীক, কলীকনার পতক মাত্র । আকর্ষে তিনি মনোহর  
ব্রজ ব্রজ, ব্রজমতে, অপাত্ত ভাষা মাঝ ভক্তিপাত্র । ত্রীকুক  
গলে, তের চক্রে মীর গলে, সেই ভাবক ভাব ব্রজবাসী । লাই  
মদয়ে বাস, কলীক মে বীণাশি, হন ভক্তের হৃদয়বাসী ॥ ক  
লীকবাস, মনোহরে ভাব বাস, লাইলে লায় মহনম বঞ্চে । ত্রীক  
কুকলক, কুকলকমুখে হক, এতাই মে মহনমোহুরী ॥

ত্রীকুকলক কুকলক কুকলক কুকলক

মহার । পুণ্ডিতিক সাংসারি কলে ব্রজের জগৎ ব্রজবাসী, জন  
কি হরি অবতীর্ণ ॥ ভাষকবাসী গোহিনী কুকলক ॥ লাই  
কুকলক সে কুকলক ॥ কুকলক কুকলক কুকলক কুকলক ॥ লাই  
কুকলক লয় ভাবে তার মন । লাইক কুকলক কুকলক কুকলক  
কুকলক লাইলেন হরি স্তনয় ॥ মোহে ব্রজ, কলীক, লাইলেন  
কুকলক কুকলক কুকলক কুকলক ॥ কুকলক কুকলক কুকলক



রাবিনা নন্দনে । নন্দন নন্দিনী আনন্দে আনন্দিত বনে ॥ সৈতকীর  
 ছিল নৃত্য গুণি আনি কংস । আজ্ঞা দেন কর নীচ শীতোপরি  
 ১২ ॥ সংহারিণীর সংহার এত জানি বুঝি । কি বধিবি তোর বধ  
 করি ব্রজে বুঝি ॥ কৈশিক হাটে গাটে পড়ি আনন্দ । নন্দন কইল  
 আন নৃত্যকরে বধ ॥ বরাণ গোবিন্দবাসী কথিয়া প্রবল । জরা বুঝি  
 দানক সাহ নন্দনবদন ॥ কনকীরা, সুতিকাগিরিতে অতিবাহিত । বসে  
 বিদ্যে প্রভুসংকলনে দেবীও যো যানি সিংহাসনকলনে ॥ নন্দন  
 সত্যজ্ঞান । নিরবি নীরসকায় নীরসবস্ত্রে ॥ কালো ১০ কালকাল  
 কালকাল-দেখনা । কালোক্তে দে কলে আনন্দ কি কা হা বগনা ॥  
 ১১ বশোমতি অমল্যমতি রে ভক জগদবদন-পুণ্ড্রিক পদম হৈল মো  
 গা সঙ্কটে । আনন্দা মনানন্দোক্ত নাক গোবিন্দ বদন । বদন সিংহাসন  
 গানি করয়ে উৎসব ॥ দণ্ডকার দানি সবে কালকাল প্রদান । তে গায়  
 কইল যোহ লজসংগাম ॥ আনন্দ প্রভু ব্রজ । কি কইল দিব  
 সন্তবস্ত্র অঙ্গে আনি নৃত্য করে দেহ ॥ দিগন্তি বাসবদিন শমন  
 বনে । শাসি সুর নীরে নাচে নন্দন উবনে । নন্দনললিতকলনে উমা-  
 গুণ কলনে । একান্ত মনন দেব উৎসবের প্রবে ॥

জিহবাক জাতকর ও বালীলীলা ॥

রাবিনী গৌরী অমল্যমতি ॥

আনন্দ অমল্যমতি নন্দন নন্দিনী বদন । এত নয় মনোহর  
 বদন মদ্য সাহে বদানন্দ ॥

ছিল নন্দন পুণ্ড্রিক উৎসবোক্ত পুণ্ড্রিক উৎসব  
 বালীলীলা ১২ ॥

নীচকল পয়ার ১৩ ॥ নন্দন নন্দিনী বদন । এত নয় মনোহর  
 বদন মদ্য সাহে বদানন্দ ॥ ১৪ ॥ বদন মদ্য সাহে বদানন্দ  
 বদন মদ্য সাহে বদানন্দ ॥ ১৫ ॥ বদন মদ্য সাহে বদানন্দ  
 বদন মদ্য সাহে বদানন্দ ॥ ১৬ ॥ বদন মদ্য সাহে বদানন্দ  
 বদন মদ্য সাহে বদানন্দ ॥ ১৭ ॥ বদন মদ্য সাহে বদানন্দ  
 বদন মদ্য সাহে বদানন্দ ॥ ১৮ ॥ বদন মদ্য সাহে বদানন্দ  
 বদন মদ্য সাহে বদানন্দ ॥ ১৯ ॥ বদন মদ্য সাহে বদানন্দ  
 বদন মদ্য সাহে বদানন্দ ॥ ২০ ॥ বদন মদ্য সাহে বদানন্দ



॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]



স্নেহ । নতি করে দুই রাধার শ্রীপদারবিন্দে ॥ কেন ক্রতগতি গতি  
মানিবারে নীর। বইছায় বাজা কিবা আজ্ঞা নমনীর ॥ রাই বলে দুই  
চায় বাজায় বাঁশরী । অশ্রু গণ্য নয় কিবল বলিছে কিংকারী ॥ বুঝে  
লে কাতরা শুনিয়া বইশীর্ষনি । প্রান্তা কেন হত পড়া শুন ওগো বনি  
হে উমাচরণে বুঝে কর হে উপায় । প্রেমের দটনা খাটে দুই  
পায় ॥

শ্রীমতীর প্রতি দুই রাধার বাক্য ও রাধাকৃষ্ণ মিলন ।

রাগিণী বেহাগ । তাল আড়া ।

প্রান্তা কেন গো রাধা । অপরে যার বাঁশরী তোমায়  
আরাধে ॥

হরিহর গোচরকথন, যোগেশ্বর বায় করে সাধন, সে ঘন  
গোহন চরয়-রল গৌরী লুপদানে ॥

যত্নে কখন কখনে ধনি, তব প্রভা যত্নের ধনি, উমাচরণ  
করে ধনি, দুগন চরণ অসাধনে ॥

উপরোক্ত ছন্দ । রাধার লইয়া দুই গোহন নিঃসঙ্গ । কি-  
র কিংকারী মিলন হইল দুজনে ॥ কহেন রাধিকা তখন গীতের  
ত । অশ্রুগতি জল জ্ঞান দিলাম শ্রীপতি ॥ যার লাগি কুল  
দিলাম যে জনে । তোমার কঠিন মহেন্দ্রে জলে আশে ॥ অদ-  
ধরি আমি রাধাকৃষ্ণ বেশ । এক দিন বনেতে করিলাম যে প্রবে  
হরি কন কন কহে হয়েছ রাখিল । কুল প্যারী আজ্ঞা করি হলাম  
টাল ॥ রাধা কন মলী লাগি ব্যক্তি যশোদা । সে বন্ধনে তব পক্ষে  
নি হে মুক্তিদা ॥ হরি কন প্যারি তব মুচাই মনের কাণি । মনে  
আয়ান ভয়ে হে মিলন কাশী ॥ রাই বলে কল কল হইলাম  
কুল কন সে কলহ উজ্জ্বল গৌকলে ॥ হিম্মতে নীর আমি  
বিনশতি । বৈরাগ্য নয় তোমায় করিলাম বতী ॥ দেখা  
শ বিকে রাই কুলতরুণিতে । হরি কন হই নারিক তল তরুণিতে  
রী বচন হরি হরি হরি বচন ॥ হরি কল কল বলে মিলে হে  
॥ আশার রাধার তুমি কাহারে কলার । কল কন সেই দোরে



সীমেন ধরি পাশ ॥ নাম দেখি তাজি নাম হই বিমেলিনী । কহে যামেন  
 বসে বসে কহ বিমেলিনী ॥ ও ব্রহ্মসুখি নরসুখী হলাম । পদে  
 পদে অকস্মাতে যান নিখিলাম ॥ দেখে ভাবে বুকে হুতী হইয়া উ-  
 দিয়া গেল । মানসায় ভাব যায় না জাইল যোগী ॥ যোগীবিশে কুন্তলা  
 নাম ভিক্সা চাই । বসনা কত ছায়ায় মান ঘুচাই ॥ পায়সী কন্যা  
 মন রহেনা ইমানী । হরি বলেন আমি তবে হই প্রেমসামী ॥ বুকে  
 মাকড়সে কিবা প্রেমোদয় । অজানো প্রভাব কিবল অগ্রিমজন ॥  
 তাহে পারি নরে চাঁড়াও জিহরি । হেরে উমাচরণ তবে ক-  
 হিহরি ॥

হাগিনী ভেদবী । তলে তেল ।

স্বামের কামে কিশোরী কি শোভা পায় । জলবে দলিয়া  
 মত চন্দ্রলক্ষ্মী নন্দন ॥  
 স্যাম অকস্মাতে হেমোত্তীর্ণী, কহি কহি তরুণী, দুখল পায়  
 ওরশি, উমাচরণ জাহে পায় ॥

ব্রহ্মলীলা সমাপ্তি ॥

মহাভারত কাশীতে সমাপ্ত ॥

পর্যায় । ব্রহ্মবানিসুখ কলসীয়ায় শব্দ । কদম্ব আমলে বান অ-  
 দকানন ॥ মনিকর্ণিকা নাম জাহা ওলগ । মনসিল করে বসেনদ-  
 মর্পণ ॥ অরসুখী ব্রহ্মা আর দস্তীর ভোজন । বড় দুনি কাশীর  
 হল দুইজন ॥ দস্তীর দুহাতে দুনি কাশীর সারথী । কলৌতে হই-  
 হুত । শবের শিবদ্ব ॥ আশায়ে জাহের কহি, মনিল প্রবণ । তার  
 নামে তারের গোপী । কীরন ॥ অরসানে অরসাত্ত ভোজন স-  
 লিতলোক জ্ঞান মনিকর্ণিকা ভর্ষণে ॥ চণ্ডিশুভন চণ্ডেশ্বরে  
 দ্বিধি । সমগ্র চরনে হয় পদভিত্তি বৃদ্ধি ॥ সমগ্র চরনে কল-  
 সী । কলৌতে জাহিয়ে উমাচরণ চরণ ॥







বিজ্ঞ কৰ্ত্তক মাধুরীৰ মূল বৰ্ণন।

দৃষ্টিবশতঃ। রাজবালা মাধুরী, ধরেছেন কি মাধুরী। সে বস  
কুলনা সিন্ধে কি হে মাধুরী। এ আননে বর্ণিব কি সে বর্ণ বস  
বর্ণমেতে চিত্তকৃত হন চতুরানন। দেখিয়া যে বেণীবৃন্ত তাহার ত  
বিরমেতে বাজগণ গেল কণাতল। গিন্ধুর রহিত শোভে চ  
বিন্দু। কসনারবিন্দে শোভে যেম পূর্ণইন্দু। কি কহিব যেমন  
ক সুচাপ। বরতাপ মলসিক ছাড়ে পুষ্পচাপ। নয়ন তরঙ্গ  
বুকিয়া কুরঙ্গ। দূতবনে দ্বিত হৈল মল্লভাঙে কুরঙ্গ। বৃক্ষদল  
খোর সরস মা শিখে। কৈবনে বর্ণিব আমি তাহার নাসিকে।  
কুলনা দেওরা দ্বিজচকু গঞ্জে। মায়া দেখি পক্ষচকু ঢাকিলেক প  
কর দেখি গুহিনীতে। বেলা বনাতুরা কয়েছে কুলনা খেই মন  
কি ওপ ধরেছে ঘনী ওই ও অমরে। শশধর হৈতে কাঞ্চি বিল সুপা  
আমচক্ষে পক্ষচক্রে করুনা যে মক্য। কলঙ্ক শশাঙ্ক গেল খে  
বিলক। মাধুরীর মলন যে করে মরমল। মললাভা ঘটে ম  
আকর্ষণ। সে কব শুনি কিংম গনিপাইতিত। ভরে কাক বা  
করে পক্ষজিত। বক বুড়ে বকোজ অস্তোজ বহু উঠে। মন  
ভপনে কি জালি কল কুটে। রাজবালায় গুচিকণ দেখিতে  
করি অরি পলায় এণায় করি কোটি। কলনী কর্ত্তক বক পড়িয়া  
পদে। বাহন হইয়া কটি চায়ে। দেহীপদে। নাতির গভীর  
বাক্য তোমাবলি। আকা হৈরি হই পাহর উদয় দ্বিবলি। পদগ  
দেখি প্রতি বক করী বস। তাহার কর্ত্তক পদে পরিম লম্বল। উমা  
বলে কহন আই সুবর্ণ। হতলুক কহা বক মদাই সুবর্ণ।

মাধুরীর মূল অবশেষে মদন উদ্বৃত্ত।

দারিণী ব্রাহ্মজ। কাল যেক।

এ দেহ মহিল কেন সে যুগ-সরসে। হইল মদনক হীড়নে  
জীবনে। কে যেন কাপাতে জালি, খাঁচ বিকল জ্বা-  
লি, মাধুনাসের শিরাসি, ধরেছে বহানে।  
কলঙ্ক করি কহে, দক করে পরসরে। আদি মদন



উচ্চৈঃস্বরে, তাবি তাই মনে । তবে কি তাই বাচন, এ-  
 বন কি তাই মনে মনে, ভোমার হেরেছে মনে, কোথা  
 মন্থানে ॥

জিপনী । শুনি রূপ নহে দেহ, অশ্রয় কার অশ্রয়, মনোহর জীবন  
 ধারণে । বিজ্ঞ কহি কিবা যোগ, যটাইন এ চর্যোগ, ভক্ত যোগ ঐ  
 অকারণে ॥ মন্য হে বন উপার, কিসে এবে রক্ষা পায়, নাগে পায়  
 নারীশৃঙ্খল । যেমন জ্বালালে কাশ, তাহা বা কহিব কাশ, দেহ লুপায়  
 কাশবশ ॥ শুনা আছে শাস্ত্রবত্ত, শিবের শক্ত মঞ্চ, কিসে সমস্ত  
 সে জানিতে । বিরাজিত কাশীঘর, কি সাহসে পকাশর, লয়ে শর  
 আইন পুষ্টিতে ॥ হেথা মন্য হিত, শব্দ, বারশনীত ছাড়া ছু, তবে  
 আকর্ষ কেহ আইল । এ বে বড় মনস্তাপ, শিবের এটি এভাগ,  
 কি তাপ তপ কহা আইল ॥ কানারি যে সূতায়, তাহে কহে কাস  
 জয়, একি চরিত্র কণা শুনি । মৌলকণের স্বীকৃতি, কানের কাছে  
 স্থানতা, বিনতা সূত শিরে দরি ॥ জিজ্ঞাসে পুষ্টি টি, কুসুমেন্দু ধামে  
 কটে, হৃদয়েতে হৃদ-কি উত্তীর্ণ । বসে যেনি মন্য শুনি, মন্ত্রণার শিরো-  
 বনি, বনঘীরে পাব কিসে তূর্ণ ॥ কহিছে বস্ত্রি তমস, তরি অতি মনি-  
 নয়, ভাল নয় এক বে অধৈর্য । যদি লভ্য নারী বহে, ছেতন! সাধক  
 বহে, পূজ বহে বেই জন পূজা ॥ বড় বলিহ কলপ, হর কাছে কোন  
 দর্প, দর্পহারী তিমি বাজ্‌নয় । পূজ তবে তজ্জি সহ, বায়ে জনক  
 সহ, কিজিৎ বহ মূলতনয় ॥ কত হরে উপদেশ, গেল দেবতার দেশ  
 প্রবেশ হরে করানয় । ছেতন! শব্দ শরণ, করনা পূজা শরণ, উবা-  
 ত্তেণ বিজ্ঞ কর ॥

মনন কর্তব্য শিবের স্বর ।

মানিন্দীতরীণ জাল খোড়া ।

হের হর হর স্বর শিবের স্বর করি মনে । মনের বাসনা  
 পূরাত মজাই ওনা কুল-পায়ন ॥

কান শব্দে পূজারী, শুনি শব্দহারি অরি, উমাচর-  
 নেতে হেরি, কর জামি মনোহর ॥



পক্ষ ১ : ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০



## মদনমোহরী

মোহরী কর্তৃক কালীপূজা ও প্রতিমার

নাগিনী সিন্ধু : ভাল চেকা !

আমি মৃত্যুর রক্ত কাটিবকে । বালিকায়ে প্রতিমার

গিরিবালিকে ॥ একেই কৃপা, দাব, হুমি হাল

কৃপা তার, উদারতা সিদ্ধান্ত, নিয়মিত একে

কতিপক্ষসদী : সুভাষদামিনি, কালীপূজা

কালীপূজা কালীপূজা : বিবেক জন্ম, নিয়মিত

নাম, হুমি সুক সুকি জাতি-বিশ্ব, অতঃপরামিত্য, নিয়মিত

কালীপূজা, কালীপূজা কালীপূজা : হুমি, নিয়মিত

কালীপূজা, কালীপূজা কালীপূজা : কালীপূজা

কালীপূজা, কালীপূজা কালীপূজা : কালীপূজা

কালীপূজা, কালীপূজা কালীপূজা : কালীপূজা

কালীপূজা, কালীপূজা কালীপূজা : কালীপূজা

কালীপূজা, কালীপূজা কালীপূজা : কালীপূজা

মোহরী ও প্রতিমার কালীপূজা

কালীপূজা, কালীপূজা কালীপূজা : কালীপূজা

কালীপূজা, কালীপূজা কালীপূজা : কালীপূজা

কালীপূজা, কালীপূজা কালীপূজা : কালীপূজা

কালীপূজা, কালীপূজা কালীপূজা : কালীপূজা

কালীপূজা, কালীপূজা কালীপূজা : কালীপূজা

কালীপূজা, কালীপূজা কালীপূজা : কালীপূজা

কালীপূজা, কালীপূজা কালীপূজা : কালীপূজা

কালীপূজা, কালীপূজা কালীপূজা : কালীপূজা

কালীপূজা, কালীপূজা কালীপূজা : কালীপূজা

মদনমোহরী কর্তৃক কালীপূজা

কালীপূজা, কালীপূজা কালীপূজা : কালীপূজা

কালীপূজা, কালীপূজা কালীপূজা : কালীপূজা

কালীপূজা, কালীপূজা কালীপূজা : কালীপূজা



লোভে কোভ জমাইয়া নব হৈল ভক্ত ॥ সাহসে ভজিয়া হয় তা  
 উত্তীর্ণ বর্ননা করিছে সগরের মানা বর্ন ॥ প্রজামুখে জা  
 রাজা মুখমল ॥ সবার মদনকে সেবে কীরকানি বর্ন ॥ আনন্দ  
 বসতি করি মদন বর্ন ॥ মদনকে বর্নিত করি মদন বর্ন ॥  
 স্যাহে জটিলিকা মদন ভক্ত ॥ কীমন্তু মদনমুখ অমরক বি  
 দেবের দেউল দেবে নাতিয়া কন্ত ॥ নরক যতি বান কে কা  
 নতর দে নাড়িবারি করি নিম ॥ মদন শান্ত মদন মদন করিতে  
 মদন মদন মদন মদন ৩৬ বেলা ॥ অন্য মদনমুখ আ  
 তা ৩৭ ॥ মদন মদন মদন মদন মদন মদন ৩৮ ॥ মদন  
 মদন মদন মদন ৩৯ ॥ মদন মদন মদন মদন ৪০ ॥ মদন  
 মদন মদন মদন ৪১ ॥ মদন মদন মদন মদন ৪২ ॥ মদন  
 মদন মদন মদন ৪৩ ॥ মদন মদন মদন মদন ৪৪ ॥ মদন  
 মদন মদন মদন ৪৫ ॥ মদন মদন মদন মদন ৪৬ ॥ মদন  
 মদন মদন মদন ৪৭ ॥ মদন মদন মদন মদন ৪৮ ॥ মদন  
 মদন মদন মদন ৪৯ ॥ মদন মদন মদন মদন ৫০ ॥ মদন  
 মদন মদন মদন ৫১ ॥ মদন মদন মদন মদন ৫২ ॥ মদন  
 মদন মদন মদন ৫৩ ॥ মদন মদন মদন মদন ৫৪ ॥ মদন  
 মদন মদন মদন ৫৫ ॥ মদন মদন মদন মদন ৫৬ ॥ মদন  
 মদন মদন মদন ৫৭ ॥ মদন মদন মদন মদন ৫৮ ॥ মদন  
 মদন মদন মদন ৫৯ ॥ মদন মদন মদন মদন ৬০ ॥ মদন  
 মদন মদন মদন ৬১ ॥ মদন মদন মদন মদন ৬২ ॥ মদন  
 মদন মদন মদন ৬৩ ॥ মদন মদন মদন মদন ৬৪ ॥ মদন  
 মদন মদন মদন ৬৫ ॥ মদন মদন মদন মদন ৬৬ ৥ মদন  
 মদন মদন মদন ৬৭ ॥ মদন মদন মদন মদন ৬৮ ॥ মদন  
 মদন মদন মদন ৬৯ ॥ মদন মদন মদন মদন ৭০ ॥ মদন  
 মদন মদন মদন ৭১ ॥ মদন মদন মদন মদন ৭২ ॥ মদন  
 মদন মদন মদন ৭৩ ॥ মদন মদন মদন মদন ৭৪ ॥ মদন  
 মদন মদন মদন ৭৫ ॥ মদন মদন মদন মদন ৭৬ ॥ মদন  
 মদন মদন মদন ৭৭ ॥ মদন মদন মদন মদন ৭৮ ॥ মদন  
 মদন মদন মদন ৭৯ ॥ মদন মদন মদন মদন ৮০ ॥ মদন  
 মদন মদন মদন ৮১ ॥ মদন মদন মদন মদন ৮২ ॥ মদন  
 মদন মদন মদন ৮৩ ॥ মদন মদন মদন মদন ৮৪ ॥ মদন  
 মদন মদন মদন ৮৫ ॥ মদন মদন মদন মদন ৮৬ ॥ মদন  
 মদন মদন মদন ৮৭ ॥ মদন মদন মদন মদন ৮৮ ॥ মদন  
 মদন মদন মদন ৮৯ ॥ মদন মদন মদন মদন ৯০ ॥ মদন  
 মদন মদন মদন ৯১ ॥ মদন মদন মদন মদন ৯২ ॥ মদন  
 মদন মদন মদন ৯৩ ॥ মদন মদন মদন মদন ৯৪ ॥ মদন  
 মদন মদন মদন ৯৫ ॥ মদন মদন মদন মদন ৯৬ ॥ মদন  
 মদন মদন মদন ৯৭ ॥ মদন মদন মদন মদন ৯৮ ॥ মদন  
 মদন মদন মদন ৯৯ ॥ মদন মদন মদন মদন ১০০ ॥

মদন ও উদ্যান বর্নন ।

মদন ও উদ্যান বর্নন ।

মদন ও উদ্যান বর্নন ।







\_\_\_\_\_

सुमन कान्त आर्थिक मन्त्रालय, आरक्षित अर्को कृपाकर्म  
विभागाध्यक्ष, अर्थ विभाग, काठमाडौं

ଏକମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ପ୍ରତି ପ୍ରତି ଆଦେଶ ଓ

ভাৰতীয় জিন্দা ও বিপাকোকে

也。其取也。

[illegible]



বঙ্গবন্ধুর বাহিত ভাষা: ঐতিহাসিক সমালোচনা

উচ্চ ত্রিপদী ॥ করি শিবলিঙ্গ পূজণ, যামোত্তম ॥ ১৭৭, বা-  
সার কারণে ইতস্তত ॥ উদাসিন যোগিদেব, কার পূজা অশেষ,  
কেনা নাসা বিদ্যা করে স্থিত ॥ সেনরাজে দৈবঘটন, কণো রোমন্থন  
যোটন, সেই স্থানে ভৈরবী আগত ॥ শিবপূজার কথিতে সাক্ষ, ধবি-  
য়াছে ভৈরবী সাক্ষ, করেতে দুঃখীরাগীর্থা ॥ সেখনা নিরোগনে,  
শোভা পায় রত্নাকরনে, পরিধারি অস্ত্রকমল ॥ হস্তকে রেখি ভটী  
ভটী, করিতে কি ঘটর ঘটী, যোগী যোগী কবির ভবন ॥ রক্তচন্দন











महाराष्ट्र

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥  
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

হাস্তী অধিক হওয়ায় পুস্প জারিয়ে শাদুনি কোমোতে ভরে যা  
করেন।

কবু একাঙ্গী হুই ॥ এমো মানি হলো কি তোর মতি । মন কালে  
মনের অনমতি ॥ ছারখার কবি ছারকথাকি । প্রাণের হল কু  
বল পাশি ॥ পুরাকাল পড় মা হল ভয় । নিভরা কলি কে দিলে জ  
অনিতে ॥ লবে কুণ প্রভাৎ ॥ সত্যক্ষেত্রে জ্বলিল কাশকুসে ॥ তে  
হাতে ধর মা কাঁবা চন্ডা ॥ কিবল করেই মন চঞ্চল ॥ আনি তো  
মদ্য হই প্রাণিনি । মোরে ভেবেই নিকিষ মানিলি । ফুলকান  
জইরে কাঁপের ॥ মজ্জা হি বখি বল বিহার ॥ কুর্কর করে কুন্  
কুন্ ॥ পথ্য না কি ও কুন্ কুন্ ॥ করে নির বাসা কর ছেদ  
তে দেব না কন ॥ হ্রাসিতা দায়ী মনো মনীর । কিছু ন  
কোব এ অধিনীর ॥ চিরদিন জোয়ার আত্মাধিনী । কিনে হল  
কসাবিলি ॥ দুমি ধনী মোর পরাধিনী ॥ তব কালে আনি মদ্য  
৥ ১১ ॥ মন মনে চক্রে কন ॥ আশা বসি শুন প্রাণবাসী ॥ ১২  
আশা তব হোগির । বহিরা জ্বলিয়া কথের ॥ বাসি  
ভিকার মানদ । তরে কুমবতীর হুগ মন ॥ উদার বনে কেন  
মিলি ॥ করে মিলনে উভর ॥

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

[illegible]



[illegible][illegible]

ଉତ୍କଳ ଶାସନ :

ব্রাহ্মণ্য বিচারিত । ভাষ্য : ইতি ।

কি হলো গো ধান আজি বুঝি ফল ফল ফল  
 যে সময়, হলোমি বিহন, ককেয়ন দ, পাতিলম  
 সময় যদি কক্রে গমন, তালাতো শরম জাগরন,  
 উদাচরণ বেল মন, বাঙ্কলো তোমাগ কহিলাম ॥

পদ্য। মাধুরী কয় সহস্রটি স্তন স্তন লো। কি হইল না। যিহী  
 প্রাণনাশ লো ॥ মন করে আমার কেমন কেমন লো। মনোহর। হই  
 হই পাগলী কেমন লো ॥ কে চুকিল আগে। মন লো। ধরেতে বি  
 দীর্ণ করে আমার তই লো ॥ চল যদি গিয়ে দেখি সে। পাগলের বে  
 চিতে। পতিত। আর মনে মনে ধরেতে ॥ মনো মনো মন মনিত  
 ধরেতে। সে যদি বাহিরে কি কাজ মিছে ধরেতে ॥ দেখিতে পাই  
 কবি অঙ্গ মোরে মোরে। এ চাকী করে বলে অশ্রুদের দেহে  
 অদর্শন পরাগমে প্রাণ বিদরেতে। দেখিতে তাহারে আঁখি না  
 আসরেতে ॥ পদী উমাধুরী সে মাধুরীয়ে ধরেতে। থৈকা ধর চকোরি  
 পায়ে লালধরেতে ॥ দিল্লীয়ার উপার উপার রে ধরেতে। উপা



## উদ্ভাসমাধুরী

সুখকণ্ঠে কহে বিশ্বব্রহ্মেরে ॥ উল্লসিত বসি শুন রাজবালা ধনিরে ।  
 সত্যের হৃদে বাও বসনে জননীরে ॥ গত নিশিযোগে স্বপ্নে পূজিছি  
 শিবেরে । আত্মা কর মাতি যাই শিবের শিবিরে ॥ মন্দির বচন  
 তুমি মাধুরী চলেহে । স্বপ্নজালয় গিয়া জননীরে ছলেহে ॥ গত নি-  
 শিতে হরে পূজি নিজাযোগে গো । সেই অরবি কক্ষেতে ঐ কথা  
 লাগে গো ॥ উদ্যতরণ কর অভিজাত চার গো । চোরা দেখুর ভয়  
 বোধ কেবা বুচায় গো ॥

সুখের সান্নিধ্য লাভের মাধুরী ও সখী সমভিব্যাহারে  
 শিবপূজায় গমন ও বোলাী মর্শনে  
 সঙ্কলন ।

অন্তবুধা পয়ার । চলগো চলগো সখি-পূজি গিয়া করে । পূজা  
 করে যদি মাদ মনোহর করে ॥ শুনি মামী হেমপার্বতী পূজা প্রব-  
 লয় । অশ্রু-স্রব-ভুগপুত্রী তলে শিবালয় ॥ উদ্ভাসমাধুরী প্রিয়সখী তাঁরে  
 করি মজে । তলিলা মাধুরী নুখে বোগির এসজে ॥ যায় আর নৃপ-  
 বালা চারিদিকে চায় । কতকণে দেবা পান প্রাণ যারে চায় ॥ গজা-  
 বিকটি খারিণী তলে যেন গজ ॥ হেরি গয়ে যায় মানবান্ধির অন্ধজ-  
 লিতে ॥ শিবের সনে উপনীতা প্রেম । পূজায় উদ্ভাসা হোগী চ-  
 কান প্রেম ॥ শ্রীম কটিকারে যোগী বড় কল্যাণেরে । হেরে উভ-  
 পক্ষ লাগি রণ কলবর ॥ হেরিয়ে মদন রূপ মাধুরী অধীনা । দি তল  
 হইল বনে ধরি বসে ধরা ॥ ও শশী এ ধামসকলের কি পড়ে ধরা  
 জন হল কিন্তু গুরে ধরা ধরা ধরা ॥ দেখেছি অরেক রূপ দেখিনি  
 যাত্রা । দেখি কেন বহু মরি জাঁঝি পথে যাত্রা ॥ যে অন্তরের নি-  
 সে বহিন বাহিরে ॥ অজ্ঞের বহু লিখে আমি অজ্ঞ অধিরে ॥  
 অজ্ঞান হই নকা কালারে বহি রে । কহিতে হইলে রূপে দীর্ঘ  
 হিরে ॥ বনিতের ধনী অরবি মুখিতা । দেখে উদ্ভাসমাধুরী বলে কি কাজ  
 মুখিতা ॥ শ্রী মাধুরীকে বলে মুখ দেয় মৌর । এত কি অধীরা তান  
 মনরমণী ॥ তবে শ্রী মনোহর বশ কল্যান । সে বশ উদ্ভ-  
 অরবি মনোহর ॥ রাজহলে ধনী বলে কেন হই উদ্ভাসমাধুরী ॥



1945

[illegible]

माधुरी कर्कश निखर कर ३ मकोदरुधु वडाकेक ।

निम्न गणितोक्त गणना यथा कृपया । प्रविष्ट गणना यथा कृपया लिख ।



কৈলাস সুখে মংহর ত্রিপুর । শৈলরোপ্য জিনি সৌন্দর্য বপুর ॥  
কর হুমিত স্বামী যোড়শির । তব নৃত শরজয়া খড়শির ॥ স্বজটায়  
সাজি করিছে শরীর । শত্ৰু স্বভানোদয় সার্কি শশির ॥ শৈলসুতার  
স্বামী সুরধুনী । শিবশিরে সাধুকুলা কলধনি ॥ সংসারে সদানন্দ  
সীধনি । আশানে স্বদান ব্যোম ব্যোম ধনি ॥

শিব স্থানে সাধুর পতি আৰ্হনায় স্থতি অষ্টক ।

পতিং মেহি পতিং মেহি পতিং পাশোপতে । হে যোগেশ্বর তুমি  
তুমি চন্দ্র প্রজাপতে ॥ কর লয় সযাক্ষ হর ভয় দেহ গতি । তে  
জ্যেষ্ঠে ও দুর্বারে যেন বটে পদে মতি ॥ তুমি দেব দেব দেব অণ-  
ক গণপতি । আশানুগেহী আমে অহি নহ গৃহী হও যোতি ॥ প্রেতা-  
ক বিরূপাক কর হুঃখ বিনশতি । এ অদীশা জীমা হীনা কৃপা বিনা  
বিকৃত ॥ কামানলে কামা অলে পদতলে করি নতি ॥ ত্রিপুরাশি  
কর হও অবি আত্ম খ্যাতি ॥ তব দাসী মনোদাসী করে আসি  
পতি ॥ সুবিদানে দয়া দানে পতিদানে রাখ সতী ॥ করি পণ  
করণ শেষ পণ প্রায় স্থিতি । নাহি পূজ্য পদাঙ্ক পদে মজে ও  
পতি ॥ রাখ কুস সাধুকুল হয়ে কুলাকুলপতি । চাহ উমাচরণ শিব-  
স্থানে পরদহতি ॥

সাধুসীল শিব চতুষ্ক স্থতি ।

সংকৃত ক্ষম । দেব দেব মহাদেব আশানাগর বাসিন । কণিভুগ  
কল প্রসীদ কৃপার প্রভো ॥ ১ ॥ বড়ি পতিদানের কিঙ্করী পরি-  
পরিভা । নমস্ততাং বিরূপাক প্রসীদ কৃপার প্রভো ॥ ২ ॥ কামা-  
নল কৃতং পাপ কৃপা দৃষ্টি হর হর । ভজন পূজনং নাতি প্রসীদ  
পয় প্রভো ॥ ৩ ॥ ধম ধাম্য ন বিকৃতি তং পদে চ ভক্ত্যং হৃতি ।  
মাচরণীকাং কিত প্রসীদ কৃপার প্রভো ॥ ৪ ॥

শিব ভুক্ত হইয়া দৈববাণী যোগে সাধুভোকে বর প্রদান ।

ভক্তলি ক্ষম । সাধুভোকে দৈববাণী যেন ভবানীকান্ত । পাবে  
তুমি তৃতীয় দিনকে একান্ত ॥ এসেছে ভোগ্য বর প্রভো  
ভোগ্য ভোগ্যের পাবে পতি দিলার আসি বর ॥ দৈববাণী



প্রাণ ধনী হয়ে মনে সুখী। তৈরী আলমে চলে পল্লব-লব  
সখী ॥ ভীষ্মের কাছে আমি কর রূপসী কাঁড়ী। কৈ কোমরে কর  
শরে ওরাও মোরে দুরী ॥ যে বোজী ভোমার আমল মুখে লয় বাসী।  
হেরে যে কারে মনোহরে হণো জায়েকাসী ॥ কামযোগ যামযোগ  
যোগযোগ কর কৈ। সারিকায় উদ্ধরযাযিকা কর কর মাইতি ॥ কি  
ছিলান কি চলাম গেলান যায় আদী। রণভরে জগদপারী তৈরী  
যোগিনী ॥ জীবন লোচন মন ভুলে দেহে দেহে দেহে চিরে ক-  
রেছি তায় আশিছে বরণ ॥ গানুবলঃ হুয়ে জীমে সন্দর বাঁচাও  
অলোণে মন মানের বাতনা খুচাও ॥ তৈরী দেবীঃ যাম বসে  
মিলে কালি। কর্তে বল রাজবালাঃ প্রেমের চটমালি ॥ উদ্যম  
বলে ভীম সাধু নির্জিকার। পর দুঃখ দুঃখ কর কর উদ্যম  
সাপুরীকন তপবলে বাঁচাও জামোরে মনঃ রমণী বস নাগি  
ভোমারে ॥ বলিতে বলিতে ধনী ধরিল তাঁর পাখ। কাঁড়ী দে  
জীমা বলে করিব উপায় ॥ উদ্যমঃ হুয়ে ধনী ক্রমে কবির ক্র-  
জগন্নাথ বৃষ্টি আগে জালোকের বিজয় ॥ একদা দেবগণ  
বোধে যমন। হরযোগ ভজ করি হুয়েলেন নিধন। তেজি বো  
যোগভঙ্গে পড়িলাম রূপসী। জালা হুটে তারো নহিলে হু  
রাশি ॥ ভোমার কার্য সাধনেতে যদি নাহি বাঁচি। তুমি এবার  
দেব আনিতো দখিচি ॥ উদ্যমঃ বলে সাধুরী হুয়ে করনা। যো  
কি আটক হলে ঘটক করনা ॥

তৈরীর বাক্যে কিঞ্চিৎ শান্ত হইয়া সাধুরী প্রত্যক্ষ কর

সাধুরী রূপ দর্শনে যথা প্রতি মগন করেন।

রাগিনী কহিল। তাল হুয়ে।

মোর হলো কি বল শুই। নারী রূপালয়ে সলি

বল। কিসেতে বুঝাই ॥ কি ছেরিলাম আশা নরি,

কটাক্ষে মগ্ন হলো নরি, উদ্যমঃ বলে নারী, পায়ে

যে কাঁড়ী নারি ॥

রাগিনীঃ মনঃ মগ্ন হইয়া যথা তৈল আলি রাখি। কি



**SECRET**

কিসী মনোবন্দী। সুনি বাগানিয়া। ধরি, এলা কোন বিদ্যাবন্দী।  
 কিসী হুলেছে এসে। রক। ॥ আবার ভাবি চল। হইবে অতি  
 প্রিয়। অত্র ভাবি বহু। উদয়। পুনঃ মনে মনে সেটা। অসম্ভব দেখি  
 হই। সে চকলা। অচলাতো নয় ॥ কিসে অতিবহু। যত্ন। উপ-  
 দি। হও। না। দেখিতে উপায়। কিসে। রাক্ষসের। কোকিলের  
 কুহবর। ভূমি ওম ওম। ধরে গায় ॥ ধর্মীর কটাক্ষ। শব্দে। যোগ দি।  
 লক্ষণে। কানে শব্দে। কীদর করণ। মেঘের অক্ষর। বাণে। ঘোর কু-  
 কল। বনে। শব্দে। কীদর করণ ॥ শুনি। মন্ত্রি। পুত্র। কণ। ওটা।  
 কিসে। কীদর। কিসে। ভাবি। হই। যত্ন। ওমে। মনোবন্দী। সে। হই।  
 কিসে। সে। হই। হই। মনোবন্দী ॥ শুনি। বনে। মনোবন্দী। শব্দ-  
 উপ। মনোবন্দী। এলা। ঘোর। কীদর। করিতে। দেখ। সে। কানিয়া। বনে  
 গঠিনে। কীদর। এলা। মনোবন্দী। হই। হই। ॥ মন্ত্রি। পুত্র। কণে  
 কিসী। পূজা। কণ। মনোবন্দী। এলা। এলা। কিসে। রাক্ষস। ॥ লবে। হই।  
 কিসী। মনোবন্দী। রাক্ষস। বহু। পুত্র। হই। হই। ও। উদয়। ॥ মন্ত্রি-  
 কণ। মনোবন্দী। উপ। কীদর। মনোবন্দী। পুত্র। মনোবন্দী। পূজা। মনোবন্দী। মনোবন্দী  
 মনে। মনোবন্দী। হই। হই। মনোবন্দী। মনোবন্দী। মনোবন্দী। মনোবন্দী ॥ মনোবন্দী  
 মনোবন্দী। মনোবন্দী। মনোবন্দী। মনোবন্দী। মনোবন্দী। মনোবন্দী ॥ মনোবন্দী  
 মনোবন্দী। মনোবন্দী। মনোবন্দী। মনোবন্দী। মনোবন্দী। মনোবন্দী ॥ মনোবন্দী

ବନ୍ଦନ କାନ୍ଦବଦେ ମୁଖାରି ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ କାନ୍ଦନିଧି ଇତିହାସ ଗ୍ରନ୍ଥ ଏକତ

कारण उत्कृष्ट मित्रता का प्रथम ऐक्य ही ऐक्य ही है।

कविप्रशस्तम् ।

১৮৪৭ খ্রিঃ। যোগী হনোলে ডাঙা কাঠের বাড়ি যোগীনি।  
 র নতি পড়ে ক্রিতি পড়ে কথ্য হনো। তার যোগী মনোযোগ  
 কথ্য হন। দাধুরী দাসকুমারী ক্রিতিপতি পন। ছিন্ন যতি হন-  
 তি ক্রিতি হে জন। তার পন হে ক্রিতি ক্রিতি পূরা ॥  
 ক্রিতি ক্রিতি ক্রিতি ক্রিতি ক্রিতি ক্রিতি ক্রিতি ক্রিতি ক্রিতি  
 ক্রিতি ক্রিতি ক্রিতি ক্রিতি ক্রিতি ক্রিতি ক্রিতি ক্রিতি ক্রিতি



না করি প্রবণ ॥ পণের কথা কি কহত। তোমার জ্ঞান।  
মাজে হুকে চিত্তে কবিতা পুরিব ॥ মুখাশ্রমি নহি আমি কই যান  
পণ দায় আমার ঘড়ীর বিপদহন্ত ॥ যোগিনী কহে বাণী ও  
মহাশয়। বুনি বুদ্ধি কার্য সিদ্ধ অহং ভালো নয় ॥ বিদ্যমান বি  
বান বাবে আমি যেতি। নরন কারণ নিবারণে নাহি ক  
আমি তাঁর কবিতার করিব পূরণ। কল কর্ম দেব ধর্ম বরণ বার  
বলে ভীমা কার্য সীমা কর মন বাক্তি। না উঠে ৩ দুক্ষেতে বসি  
এক কান্দি ॥ যোগী কর কর্তে ৩৩ জায়ে আপসার। কি জ  
নামিনী কীদে পড়ে রাই ধরা ॥ উমাচরণ বলে মনন একি  
পড়েছ তৈরী চক্রে কর কি সম্মন ॥

মহানন্দ নিকটে হুকে তৈরী মিনা ও ৩৩। মাদুরী  
নিকটে গমন।

পরীর। মনন কহে পুরিব প্রাণ ও তৈরী। করিব পণ পূর্ণ  
মধ্যস্থ করি ॥ তুমি তাঁর নমস্ কর মনন নির্ভয় দেই সমস্তু  
আমে ওলাগে ॥ আমি তৈরী বাল চিনা বিধি রক্ষ। মা  
কণ ব্যাধে ধরে যোগী বিদ্য ॥ চব্বুতা হয়ে ভীমা করিছে  
মহানন্দ নত নাই মাখন বদন ॥ উপায় মাদুরী কান্দে যোগী  
পর্বে। বিদ্যা জীবন বিচ্ছেদের হত্যাকার ॥ হর বাহির করে  
যোগীর কারণ। কণে বেগ বলে বিধি কররে মনন ॥ মিক মারী  
নেতে থিক বিলাতের। বিলা মাথিক কামিনী নখে কে তা  
কদি করক কলো জোক ল্পণ শক। হস লস কমনীকো খো  
হুজ ॥ থেকে থেকে যোগীকণ গোড়নে উদয়। পূর্ণমদা গিলা  
নাহিছে হৃদয় ॥ একে থেকে যোগীবদের সখী উমাচরী। উমা  
হয়ে ধনী ভর পড়ে বসি ॥ কন্দর্পের দর্শণ প্রাণ হইল সমীর। বি  
বসিতে যে মাদুরী পড়ে বসি ॥ হুর্দা ঘেদি বলে সখী ওরা  
মিকে। আমি অসামান্য জ্ঞান যোগাবর জন্মকে ॥ অমনি  
কহী বলে কই কই। মাদুরী বলে কল মনন কই ॥ কমে  
তৈরীতে মাদুরী বসি ॥ কল মনন মনন পাইবে ৩৩



महाराष्ट्र

তার আশ্রয় কথা মাধুরী বহিছে । দেখে দাসী তৈরবী কত দূর  
 গিছে ॥ বলিতে বলিতে দেখে তৈরবী আগতা ॥ উদ্বাহরণ বলে  
 গুনো বিবর্তিতা ॥

ভৈরবী দেখিরা শাপুরী সৰুসুৰী জিজ্ঞাসা কৰেন।

ব্রাহ্মণী চৌধুরী। ভাল চেক।

বল ধনী প্রেমধনি আসিছে ঘোর ক্রত দূরে। ধনী  
আশ্রয় দিলে দুঃখিনীর প্রাণ বিসরে ॥ না হেরে  
সে গুণধনি, প্রাণ লক্ষ্যে এ কদমী, এ সান্নিধ্যের শিরো  
মণি, সঙ্কটো অমূল্য ধনি, উদারহৃদের বাণী। না  
হেরে আরে অহরে ॥

ভৈরবী করিলে বসন্ত ।  
 ভয়সম জন্ম । বাধুতী কর ও ভীমা বস বস । যোগী কই একা  
 হুমেধি কিংবা ॥ ১০ উপাসনা কি ভাঙ্গা মিলন । কাম কাম  
 ফলে প্রতিফল ॥ জোয়াস রক্তিম সে মন তক্ষর । পক্ষ ভাণে  
 বসন্তে ভীক্ষর ॥ যদু ভরে কালকা রাগা তক্ষর । বন্ধু মিলন কাণে  
 প্রেম কর ॥ ভীমা বলে উঠল । কেন বাধুতী । পক্ষ কাব্য  
 সে মিল মরি ॥ ছালা করিমাম অনেক বিচারি । কিছু সঘটি  
 হইে ব্রহ্মচারি ॥ জোয়াস কবিতা করিতে পূরণ । পতিব বরণ  
 কবিতা ॥ বাধুতী বো- কবে কিসের পণ । এ দেহ করিব দখল  
 ন ॥ ভীমা বলে পনি কিনের নৈরাশা । মিকটে পাঠাবে কইবে  
 ॥ অন্ন পণ্য নিরি কি হুগে লই যম । শরৈ পক্ষা ক্রমে পক্ষ  
 ॥ বধন মিলন হুবে দুইজন । ভব যোগে তার যোগ নিসর্জন  
 বাজবালা হলো হুগুত । করিছেন ভবন মিলন কথা ॥ অন্ন  
 যোগে ভোষারি আশয় । কইবে নো ভীমা মিলন উত্তর ॥ ক-  
 ই ভৈরবী করিলে মমর । উত্তরালে বেন না ঘটে প্রায় ॥ ভীমা  
 কের না হে গোপন । বসন্ত করে কলী সিদ্ধ কর পণ ॥ বাধুতী  
 ভীমা চিন্তা কর না । আসার রাহিল অগ্নর ভাবনা ॥ ভৈরবী  
 কাম তাই কর । শেখ জীবনেতে না ঘটে দ্বন্দ্ব ॥ উদা-



সমস্ত নির্বন্ধ করিয়া ভৈরবীর গমন ও বাসুদীর ভক্তিভাব

কালীকান্ত পূজা ও ভক্তি ।

পয়ার । ভৈরবী বলেন শুন বনি ধৌরাজমুখ । সাযং ক  
বমালয়ে হবে উপনীতা ॥ একণেতে আসি খনী ইলায় নিবাস । তা  
বালী পুরস্কারে তুষ্টি করে তায় ॥ তুষ্টি হইয়া লীলা করে পূজিতে গন  
মিলন আশা নীরে ধনির মধ্য মন । হৈমুখ সে চতুর্দ্ব কইনে সখ্য  
মিলন হইলে শত্রু হবে অশান্ত ॥ বধু নর ধর্ম লক্ষ্মীকুতে  
সিব । কল্লপ সর্বনেশ্বর মর্গ শিলানিব । এত বনি ভক্তিযুক্ত  
ধনী বায় । স্থাপিতা কালীর গৃহে বসি পূজায় ॥ ভক্তি যত পু  
শক্তি শ্রীপদপল্লব । মনে আশা শীঘ্র পাই জীবন বল্লভ ॥

পূজাভে কালীকান্ত প্রতি ।

পয়ার । মমো নীলকণ্ঠকালী হৃদয়লিনি । মমের কল্লপ  
অমর পালিনি ॥ কলাকলা কপা তুমি কুলকুণ্ডলিনি । ভায়ু  
হাতিগি হৃদয়লিনি ॥ মালবাসনা স্ববাসনা পূর্বকারিণি । এ  
মায় ছরিতে ভারগো তারিণি ॥ ভবানন্দে প্রসন্নিত ভবান্ত্রি তর  
কামান্বিত তরক্কেতে তরু এ তরুণী ॥ তুমি যোগমাজি হরবন্ধ  
রিণি । বিধে বীড়াইলে শিবে শিব অদ্বৈতি ॥ শিবাকরা শিব  
আশ্রয়দায়িনি । কেশর দ্রাবিলে মাগো ও শব্দবাহিনি ॥ উমা  
বলে মা যোগেশ ধরনী । বাসুদীর কর ছরা যোনির ঘরনি ॥ স  
হইয়া কালী সেন বৈদ্যবানী । অমর রাতে পাকি পাবে রাজার নন্দিনী  
বাসুদীর পূজাভে গৃহে আনি চকলা রূপে দিনমণি নিবীকণ ।

মালিনী শিখিট । কাল আভা ।

বাসিনী চাকিয়ে ছায়ে হইস বাসিনী বৈদ্যবানী । নয়-  
নেতে হেরি শিব মনে কহু নিশি গমন ॥ কতকণে  
হেরি শনি, শনিব এ কলোরাশি, উমাচরণ অভি-  
লাষী, সেবিত্তে উমার শিলন ॥

ত্রিগুণী । হৈমবানী মোক্ষকণ, বাসুদীর বহুধে শিবে, সদা ব  
আনু নিবীকণ । হরকণে বাসুদীর কতকণে অমৃতচন্দ্র । হই



সমস্ত পয়ার। মেলা দাসি চন্দন ও গুল্লফলা করা। বিলম্ব  
করা প্রাণে তোরা মার করা। যদি মন কিছু বদল থাকে চম্পু তারা  
কিছাতি কুলে কুল দিবেম তোরা। বরা দাসী স্বর্ণপায়ে মালাদি  
খায়। কি জানি পড়িবা রাঙ্গালাল মালায়। তবে দ্রবা মাধুর  
কটে দাসী বায়। কিন্তু তি মাকুরাণি চন্দনো পুজায়। উমা  
ধুরী চলে লাসে দাসীকে। তৈরুরী ভরনে যায় দেখিতে দিলেশী  
শ্রিতা খর খর কর পদপদনে। নকে উভয় দেখা ধরে ভয় মনে।  
সি বায়ু বহিতেছে সদয় কাননে। হলদী মাধুরীর হলো চম্পু  
করা। এক পদ অগ্রে বাহিতে দিলপ পদাংক। দিলম হইবে কিলে  
এবার। চলিতে চলে না পদ ওয়ো উদ্যাবি। বাড়াইতে চর  
বসন্তী মন বোধ করি যতই। প্রথম



মস্তকেতে যেতে আচ্ছাঁ বাঁজী কীতি ॥ চল তর নাই বলে কর ক  
 ধৃত ॥ ধনী ভাবে শাণোদরে আপ্য নহে দৃত ॥ মাধুরীকে ধরা  
 করি মখী সর ॥ উপনীতা হৈল নবে তৈকরী আলিঙ্গ ॥ সম্মুখ বো  
 লীমা রাজার হৃদয় ॥ দর লায় ত্রান দেয় করে কত মারি ॥ সী  
 গিয়াছিলাম যেমন তরুণে সুস্তিরন ॥ সেই মত এনে মাগৌ যোগি  
 শিরিরে ॥ স্থনি স্থনি যাবে বাজ ॥ মস্তক-কনক ॥ শব্দগো ভৈ  
 মরি আনিতে তোমারি ॥ যোগী রক্তাক্ষিত ভীম ॥ চল হুই  
 চল গুতে বখাচারী কবিতা পুরিতে ॥ এগেছন মলমল আ  
 ধ গার ॥ তব স্থানে চানতিমি পায় উচ্চা ॥ স্থনি শির দলি  
 বে চলিল মদন ॥ অন্য সুখি করে কানে মদন মিলন ॥ চৈরীর  
 ক্ষেতে বে চলিল যোগীবন ॥ তর লায় বাজ ॥ মস্তক-কনক ॥  
 হুই কল্যা থেকে থেকে জড় কল্যা লগন ॥ মলমল ॥ মলমল  
 কি জাতি আতঙ্গ ॥ জীমা বলে কেন দেখি হৈল তর তর ॥ এখম মদ  
 তরু মণী প্রভাষ ॥ তর নাই বলে লয়ে চলিল তৈরী ॥ কমল  
 কাননে উদয় তৈল গুণি ॥ এগেছি চানক ॥ মলমল ॥ মদন ॥ মদ  
 করেছে ধনী মদনাম্বদন ॥ এগেছি চানক ॥ কথা এগেছ হইবে ॥  
 করি কি আগে বলি হুইজামে ত্রান ॥ চল্লমুখ বগনেতে ঢেকেছে  
 ধুরী ॥ জিজ্ঞাসে মদন অএ এঁ তব ধরি ॥ একজ তরু ত্রান ক  
 গোপন ॥ তেরিয়ে যে সস্তক হইল মোর মন ॥ রাজা যদি চৈ  
 মাজা বিচারিয়ে দেখ ॥ তাতাত মাদুর মন ॥ মলমল ॥ মল  
 মল তরুর করেছে মলন ॥ ও বিয়র হেরে মোর হরষিত মন ॥ চল্লম  
 সম ও বদন মগুন ॥ বদনে গোপন করা কি হেতু ॥ মল ॥ ধনী  
 মদন উত্তর দিতে হবে ॥ যে ভাবে ঢেকেছি আসা ॥ গলে কৈ  
 ভাবে ॥ আচ্ছাঁ মন করেছে বাস লজ্জা রূপ ঘন ॥ কেমনে দৈ  
 মদন শীত কিরণ ॥ উত্তর শুনিয়ে যোগী রসে ভগমগ ॥ মলম  
 ছুটিল যেমন তুরগ ॥ উদয় মল হুই অন্য আলপি ॥ কর  
 মল ॥ মল ॥ মল ॥ মল ॥



# অসমীয়া

মাহুতীৰ প্ৰশ্ন ও বোৰিৰ উত্তৰ।

সংকট কথা ও হুহু। সময়ো পূৰয়েং সকাং। উত্তৰ। সকাংবং।  
 প্ৰশ্নৰ প্ৰশ্ন। ভদৰ্গে মৰ্ত্যবাসয়েং।

বিভা। নিব শাপ প্ৰতিবেশ বদেহ পৰিবৰ্ত্তয়েং।  
 দম্পতানৰ জাতি চ তদৰ্গে মৰ্ত্যবাসয়েং ॥ ১ ॥

অসম্যৰ্থঃ। নিব শাপমত দেখ স্বকৰ্মেত ঘোষে। স্বকৰ্মা বৰ্জ্জন  
 পাকে মৰবেশে ॥ শুন ধনি কৰিলাম গোপন প্ৰকাশ। ধৰ্মমতী  
 চ দম্পতিৰ মৰ্ত্যবাস ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় প্ৰশ্ন। হাহা জন্ম নিবৰ্ণকং।

বিভা। শ্ৰেষ্ঠ জন্ম পৰিত্যজ্য অধমেন প্ৰবৰ্ত্ততে।  
 নৰ্ককৰ্ম ভবেং পশুং হাহা জন্ম নিবৰ্ণকং ॥ ২ ॥

অসম্যৰ্থঃ। শ্ৰেষ্ঠ জন্ম ত্যজ্য কৰি অধমে প্ৰবৰ্ত্ত। তচ্ছক্ৰ হন নধ  
 ন কৰ্ম হাৰ্ণ ॥ পাপেত পাপশিষ্টতে বে। এই প্ৰতিফল। হাহা জন্ম  
 নিবৰ্ণক দৈবে ঘটীইল ॥ ২ ॥

তৃতীয় প্ৰশ্ন। স্বকৰ্মকল ভোগিতা।

বিভা। স্বকৰ্মকৰ্মা বহুজং ফলাফল বিচাৰণাং।  
 যথা নিষ্কৰ্মি বহুদেন স্বকৰ্মকল ভোগিতা ॥ ৩ ॥

অসম্যৰ্থঃ। স্বকৰ্মকৰ্ম ভুক্ত হেট। তাহা জন্ম গাৰ। মিথ্যা কৰা তাত  
 ফলনেৰ বিচাৰ ॥ বেদাদি দ্বা কৰা নহেত উচিত। স্বকৰ্মেত  
 ভোগি কৰণ নিশ্চিত ॥ ৩ ॥

চতুৰ্থ প্ৰশ্ন। পত্না বিনা বিব্ বশুঃ।

বিভা। অমিশঃ জীবনং মক্ষা কলপশৰাভমে।  
 শ্ৰেষ্ঠিতা সাধনানীৰাণঃ পত্না বিনা বিব্ বশু ॥ ৪ ॥

অসম্যৰ্থঃ। নিবন্তৰ প্ৰাণ মাহে কলপেৰ শত্ৰে। পতি বিনা  
 আনানী বেদিভা অস্ত্ৰে ॥ ইবন্তেৰ প্ৰতি কত আক্ষেপ বে কৰে।  
 শু বিনা কাহা মেব বৃথা দেহ ধৰে ॥ ৪ ॥

মহাৰ। কবিতাৰ পুৰণ জাৰ তদ্বি শৰ্ণাৰ্ণ ॥ ধৰ্মী ধৰ্মাবাদে বদে  
 নকৰি পৰা। নকৰি পৰা। নকৰি পৰা।



## মদনমাদুরী ।

যোগী জানিহু কারণ ॥ গন্ধর্ব্ব বিদীহু আশে মনে হয়ে উত্তর ॥ না  
 দেয় যোগীকর গলে বরণমালা ॥ মদন বলে মাদুরী হার কি করিলে  
 নিরর্থক উমানীন বরেণে বরিত ॥ তাঁর কথাটানে নিরি বির  
 দায় ॥ তব বাহু কিমে পূনে আমার হারায় ॥ মোক পুরি  
 চাই বরণে অপলাপ ॥ না বলে বলিলে তুমি পাপে কি অপলাপ ॥ কা  
 তরা হয়ে রাহে করে অভিবানন ॥ বরণা করিয়া মোর মুখাও বেদন  
 উমাচরণ বলে যোগী কেন ভাঁড়াও ॥ কামিনী-বচনে বহু দাস  
 পুরাও ॥

মাদুরী কাতরা কইছে যোগীকরে কহিতেছেন ।

রাগিনী দিকিট । তাল ঠেক ।

মনঃপ্রাণ প্রাণ জোমায় করিহু অর্পণ ॥ তুমিতে  
 রমণী রমণ তুমি হইওনা কৃপণ ॥ কি জ্ঞানি কি বেদে  
 বপন, করেছিলাম বিবননন, উমাচরণ কহে সে  
 পণ, তোমা হতে হয় নিরূপণ ॥

মুখবর অক্ষ ॥ মাদুরী কয় মহাপ্রণ বরি জীশদে । অপরাধি  
 আদি কই হে পদে পদে ॥ তুমি পতি আমি পত্নী না হবো অশ্রুণ  
 আমারে বধনা নাথ করিছেন ব্রহ্ম ॥ মদন বলে গৃহী নই আমি  
 নন্দ্যাসী ॥ ভাষণা লয়ে গৃহে রন যোগধর্ম্ম মানি ॥ রাজবালা বলে কি  
 গৃহে নাচি রমা ৷ বনাশ্রমে বাসে মাদী সেবার কারণ ॥ অকাজি  
 হই বন্ধু কর নাথো তুচ্ছ ॥ ভাষায় বলে পদা অতি শুদ্ধ ॥ ধর্ম্ম  
 জানায়ে মাল্য দিলাম গুণমণি ॥ তুমি পতি আমি কই তোমার রমণী  
 নারীক বিনয়ে হলো মর্যাদা উদয় ৷ মদন মালিকা যোগী হইল মদন  
 কর বরি যোগী বলে আনতো করিলি ৷ মদন কহী দেখে যেন ধরি  
 করিণা ॥ করে ধরা দেখে কহী নাথো অক্ষর ৷ ভবন বহু নাথ সী  
 না দিসিও কর ॥ যোগী হইল যোগে বসি করিলে পাপ ৷ অবিদ্য  
 ভিনাইব কখন মুগ্ধ ॥ অকাজি উদয়লেন নারী হইল মদন ৷ যোগী  
 হইল মদন ৷ মদন কহী ৷ অকাজি মদন উদয়লেন কহী হইল মদন  
 মদন ৷ মদন কহী ৷ অকাজি মদন উদয়লেন কহী হইল মদন  
 মদন ৷ মদন কহী ৷ অকাজি মদন উদয়লেন কহী হইল মদন



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।

সখি সখি । সখী বলে যার যোগী আছে প্রেমধূনী ॥ শুনি তব  
 সখীকে বলব । কহিতে কি যোগবর কবিতা পূরণ । কবিতা  
 সখী বরণ নাহি । সখী । কিছু বিনে তব আছে হে কারণ ॥  
 কবিতা আছে । প্রাণ বিহার । এত নাহি হু পূর্ণানন্দিনী কারণ ॥  
 কবিতা যোগী যোগ রাখিলে কোমল । যোগী বলে এ যোগে যোগ  
 নাহি ॥ ভীষ্ম বলে কহি হৃদয়ের মত যোগী । যোগীবৎ  
 যোগী হরণে উদ্দেশী ॥ যোগী বলে কবিতা পূরণে মোতী ।  
 যোগী বলে মোর কি মোর উদ্দেশী ॥ উদ্দেশ্য বলে হৃদয়  
 মিত । মিতমাক ভীষ্ম উদ্দেশ্য সমরান ॥

বঙ্গবন্ধু দলপতি উল্লেখ্যস্বামী ও বঙ্গবন্ধু দল

চক্ষোদয় হুন্দ । যত মদন মদনের শরে । নারী ধরি হুলে উক  
 শরে ॥ কুণ্ড বোরকে করে কর্ণাণ । জারগ্রিহ ঘোণী কাম তর্পণ ॥  
 গিরি ধরি করে বদন । যেন কুণ্ডল করে ঘোরদন ॥ বনীর ব  
 ধরি উটিল । মনে রয় রয় লাগি ফুটিল ॥ মদন করিছে গার গ্রি  
 হ ॥ কাম নাশিতে ধর রক্তি অনি । বাধুরী দাল ধরি তর পাণ ॥  
 র কমে বন্ধু ॥ কব উপার ॥ নবরতি আনি কে এবিদ্য । একবার  
 শিরে হুন্দ ॥ কখন মনয়ে কও বিবাহ ॥ তেজি বলি হে কম  
 দায় ॥ মদন কম কি বস নাধুরী । কামাধনে জীবন কিলে ধরি ॥  
 তিতে ধরি ত্রিগতি জয় । যেন হুন্দ জয়ী করে বহুজয় ॥ কেন  
 মিলি নাথের কাজে । পাবে পাবে সুখ পায়ে হে কাজে ॥ হুনি  
 দিহ সাধ সুখ পাবে । পাবি কিলে সুখ চিরকাল পাবে ॥ হুন্দ  
 মমোর নিরোদর । যেন সুন্দর করে মীরাধর ॥ ঘোণী বুটে  
 ক করি করুণ । না করিবে কেন ঘেরিষি সুত ॥ রক্তিকায় রয় প্রাণ  
 কাম কাম ঘেরিবে কামিনে কামিন ॥ হুন্দী কয় সতি কমা  
 ॥ যত ধর যেন কামিনে কামিন ॥ ঘোণীদর বলে কামি এ ঘোণে ॥  
 কামিনে কাম কাম কামিন ॥ হুনিদর ধরি পতিমতি ॥ তেজি  
 কামিনে কাম কাম কামিন ॥ কামিনে কাম কাম কামিন ॥ কামিনে কাম



# WILSON

বীকার বর্কে ॥ উদারমন বলে ধনী জন ॥ প্রতি করায়  
অহ জালে ॥

नमो भगवते वासुदेवाय

राजिनी देवान ! तमि नाड ।

সুখ মিলিলে কাঁদে বহু রক্ত, শান্ত হলে তার সম  
 নয় ॥ অমিলন বড় দিন, কেমনে যায় নিশি দিন,  
 জ্ঞান মাতি রয়, উষ্মারূপে বিজ্ঞ বলে। সে দিন  
 মিলন কালে, যে দিন হৃদয়েক জন্ম সুখের উদয় ॥

একবর্ণহৃদয়। মনন বলিছে হৃদয় সেখানে লগন। রাসের  
কার্য নাহিক অমন ॥ ইংকা হও করনা লরপাথে মন ॥ এখনি  
কাশ আলার মনন ॥ বাধুরী কয় নাগর আমি বধতি। কি  
কি হয় নাহি জানি কীতি নীতি। একবার জানিয়ে দেহের  
মিতি। না জানা কারণে বসু এথাকে অনীতি ॥ কাজে তর  
ভর জন সুশোভনা। কর না কোনজে আর অস্ত বিবেচনা ॥  
হইবে তর চরণের বিমোহন। বিরস চাঁতিয়ে কর লস আলো  
এ নারী পক্ষে বহু পূব প্রেমনগর। সদা পোহিতে পারিলে বু  
নাগর ॥ থেকে থেকে উঠিছে ভেসে ত্রাস নাগর। বাহিরে  
হৃদি বসে গর গর ॥ বহু কাঁদা ছাউনহে কহিছছ মনন। কা  
অকিরে মনন অন্তরে বেদন ॥ কহিলান বধাধ দে কোনার সা  
হান্যপুঙ্খ হও কেন বিরস বদন ॥ জানি বহী মৌনা কয়ে বহিষ ত  
বুঝিলেন বুঝাজ সজাতি লক্ষণ ॥ উদারতক বলে বিদায় কি  
বকাব্য লক্ষ লক্ষতি হলো শুভকণ ॥

1950年12月1日

[illegible]



॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]



হইলো বাণী, কবছে হেরে কলা। বিচারিয়ে দেখে বন্ধু, সে কবর  
 রয় বন্ধু, বে ফুল হে নির্মলা। ৷ নন্দন বলে প্রিয়নী, একুল কি  
 বাসি, মিক ছড়ন মধু। কথায় কি ভুলাইলে, ভুলালে কি ভুল পায়  
 নহি ভুলিয়ার বন্ধু ॥ পুন্ড নানকা পুরাও, কাশ তরঙ্গে তরাও, তু  
 মুখ তরুণী। বলিতে বলিতে জ্বলে, অমনি নইল কোলে, হাম  
 জানিনি ॥ বাধুরী কহিছে আর, তব পদ প্রণিপাত, একি অ  
 বুদ্ধি। বাইরে উদর পূরে, আঁখি কাড় নাহি পূরে, তি জনি কি  
 বুদ্ধি ॥ বোণী বলে প্রেমাবৃত, কুলার দে সে অহুত, স্নান বলি রূপ  
 রতি অরি মহে মৃগ, না জানিয়ে কহ মন্দ, ও প্রাণের প্রিয়নি ॥  
 একি বুদ্ধিহীন, আরজিন বুদ্ধিহীন, পূর্ব মত ব্যাপার। কীউনাক  
 কয়, সে ব্যাপার ছাড়ি নহ, যাতে হয় ব্যাপার ॥

বুঝক বুঝতীর রমণীতে বিদায় ও মঙ্গলমণি বিচ্ছেদের ভারমা।

রাগিণী মুরট। তাল কঞ্জালি।

প্রাণক বিচারে কি ভায় খসিয়া। প্রেমাসাগর  
 বিশেষ উঠিল, অসীম অসীম। আনন্দে হৃদয়ে  
 করিল ॥ বিদায় নিয়ে প্রেমদায়, প্রাণটিবে যে  
 প্রেমদায়, হার কাড় কি অনুপায় হইল। বলে বিজ  
 উদার। কেন বা হইল বিদায়, অমনি প্রাণের  
 হার হইল। এই যে গিরীতি, সত্যি কুম্বীতি, বসন্ত  
 সুখকুল হইল বাণীর সীর আসিল ॥

গয়ান। বাধুরী কহিছে কাণ্ড মিশি হলো শেষ, বজ্রদী  
 কিতে পূরে করিব প্রবেশ ॥ নন্দরী বন্ধু। মোর হৃদিবে অশোক  
 হইবে বধু দিবা অরোহণ। অমনি হইবে বিদায় প্রাণের শেষ ॥  
 আহারে দেখি না আহারে দেখি। অরিনী তরুণ না হইবে মৃগ  
 নন্দন বলে বলি রমণীজন বিদায়। মোর হৃদে প্রাণ বিদায়  
 বিদায় করিবে মোর। বিদায় বিদায়। বিদায় বিদায়।  
 উদার ॥ অমনি প্রাণের বিদায়। অমনি প্রাণের বিদায়।  
 মোর বিদায়। অমনি প্রাণের বিদায়। অমনি প্রাণের বিদায়।



দিবাতে দিবাতে ॥ যে ককু দিবার মত দিগন্তের ভর ॥ নিশিতে  
 নিশিতে ককিবে নির্ভর ॥ জীবন তোমার কাছে চলিল এ মেহ ॥  
 মন নীলা রেখা কিসের দেখে ॥ পরাধ মানিগাছে সেই বৃদ্ধ  
 হে ॥ দিবাতে আসিবে আশি হিমাশ মেহ ॥ যোগী বলে এ মুখে  
 বিয়াও রব ॥ সম্মতি বুঝিবে রামাকলান নিরব ॥ জেৎ লুঙ্কা-  
 কলো প্রেম নৌরুড ॥ প্রফুল্ল কইল তব আমার গৌরব ॥ পতি  
 পতি আসি করিল গমন ॥ ছাড়া মিল হুখানল ঠিকির যেমন ॥  
 তার বনীরে যনো ভবন শমন ॥ সেই ক্ষণ বাওর ॥ কিন্তু নই  
 মন ॥ মন নী কইরা বনী প্রবেশিল গুরে ॥ মধু ভাঙ্গ বৈক-  
 লিকেনাথ বপুরে ॥ তখন মিলসেতে কি শীত সাধ গুরে ॥ প্রাণ  
 এলাস গৃহে লগ্নে বগুড়ে ॥ আসি পুজা করি বনী করিল শয়ন ॥  
 গুরে চেতন যাত্র কুস্তিত নরন ॥ কঠকলে মনে মিলি করিছে  
 মতা বুড়াইব আলি ॥ কই তেরি মন ॥ ভারিতে ভারিতে মেধ  
 মা যাবিনা ॥ মধী নকে কাণ্ডে ভেটিতে বায় কাহিরী ॥ উমাচরণ  
 মনও রাখবাগিবে ॥ মধুদানে তোই শীত তোমার অনিকে ॥  
 মদন বাধুরীর খিতীর দিনের মিলন ॥ মদনের বিপদীত  
 রতির হল ॥

উল্লভোটক হল ॥ গুরে মধী, হুরে মধী, চলে মধুকুমারী ॥  
 বাসে, ঘোরা বসে, উপনীতা মধুরী ॥ মনামনে, পতি মনে,  
 মধী করে মতিব জম জম, ঘোণী মধ, হকু রতি উন্নতি ॥  
 বনী, কদে বনী, এই কি মাদীকলি ॥ কতিকু, বৃদ্ধি  
 অকাকুত বাদ ॥ মল্ল কার্য, বন্য কল্যা, পুজা করিল ॥  
 মলিনকত, মন তথা, মিশির মগন রতি ॥ মিত্রা ঘোরে, কাদি-  
 টায়াছে কে মধুরি ॥ নহে ব্যাক, মন কাক, মাদিরে যে মধুরি ॥  
 মতি, মতি পতি, আসি মন কাহিরী ॥ মলিনকত, কতি রীত, বনী-  
 মলিনী ॥ সে মল্ল, মিলন, মন মল্ল ॥ মলিনা উদয়, সে  
 মল্ল মল্ল ॥ মল্ল মল্ল, মল্ল মল্ল ॥ মল্ল মল্ল, মল্ল মল্ল ॥  
 মল্ল মল্ল, মল্ল মল্ল, মল্ল মল্ল, মল্ল মল্ল ॥



এখন মম থাকে। পরোক্ষ, তব তাঁর, কর কে মোরে কৈ। তব  
 উজ্জাপন, বহনে করিলাম। মম পদ, সমাপন, অস্ত তাঁর নিদ্রা  
 হনী কর, বহাশয়, কেন কর ব্যাক। সে পদিত্তে, কি বহিমে, বাস  
 বহে বাতল ॥ শুনে বাক্য, ধোর বাক, কলিউ যে আতকে।  
 স্মাভার, সিংহভার, লইবে হে পতাক ॥ বিদ্রাবোনে, বায়ুবোনে  
 সেবিয়াছি স্বপন। সচেতনে, পুস্তনে, তাঁরে কর স্বপন ॥ এ অবলা  
 প্রতি হুলা, করা উচিত নয়। শঠতার, বনিতার, ধেরেতে লেগা নয় ॥  
 যোগী কর, কিসে হয়, তব থাকে ছজনা। উঠি হুদে, প্রেমহুদে, দুবি  
 সুধা তুলনা ॥ তুজে লাজ, করে কাজ, দেব ওহে প্রিয়নি। বাস  
 হুদ, হয়ে সুব, বিপদে গারনি ॥ শুনে কথা, বৃণসুতা, কতি হুদ  
 কাতরে। হিতাচিত, অবিচিত, কার্য করে ইতরে ॥ কোন বুকে  
 যামিবুকে, আরোহিবে রমণী। হবে ধনী, হামিবাণী, অধোতে শিরো  
 যনি ॥ যোগী কর, নৃমা নয়, শুক-রাজবালিকে। মৈত্র্য রণে, কি কার  
 য়ে, শিববকে, কালিকে ॥ যদি বলা, দ্বিগুন বলা, এখানেতে বণ কই  
 ময় হুদে, উঠি হুদে, করকে মদন অশ ॥ ১১ কহে, বল কহে, ত  
 যোগি মহাময়। কামবুক, অর দারা, তেমা বই কাত নয় ॥ বিপরীত  
 সে কুরীত, ঘটনে পাপ হয় ॥ এ প্রমাণ, শুক মদন, উমাচরণ কয় ॥

মাধুরী বিপরীত উক্তি বিবাক্তন অস্ত তমঃ দেওরা।

ভট্টাচোপরিভাষ্য। চ বনং যদি কুরীতে।

পতঙ্গ কয়মাধুর্য্যে দম্পত্যমাপ্যপোষতি ॥

অর্থ্যর্থঃ। পতিপরে সতী উক্তি রতিকায়া কাতঃ। ভট্টাচি  
 কয় হুদে মদন ॥ অর দারা কয় পতি বিবেচন। পতি পতী অ  
 গতি বেচের লিখক ॥

মদন কহিল কহিলকর।

পরার। মদন বলেন, শুক যদি কামার বাণী। অপ্রমাণ ও প্রমা  
 যাহি জানি যামি ॥ বিপরীত কুরীত কার্য শুক প্রমাণ। উক্ত  
 শুক মাধুরি কামের বিবাক্তন ॥



[illegible]

लिगरीड अलि

वाग्निनी त्रिविधे । अग्नौ वा ।

ना ज्ञानि निरोद्धि नैति मायं च ज्ञानोदयं पितॄन् ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

पुष्पाव पुष्पाव लक्ष्मी, मृगशर्मा लक्ष्मी, उमा-

চাণ তস্য জ্ঞানার স্বনার স্বনা স্বচরিত ॥

[illegible]



উদ্ধার। যোগী বলে জানাইব, কাজে উপদেশ দিব। একদা বড়  
 ধুরি, প্রাণে ধৈর্য নাহি ধরি। দেখে পতি খেস রীত, কাছে বসি বিপ  
 রীত। দেখে কাজ পাও তর, বাস্তা উঠে কাম্যাপর। বস গয়া পয়  
 কেনি, উঠে, পথ অধে গলি। চপ্পায়া মুখে মুখ, কড় চিবুকে চিবু  
 বুকেতে অঙ্গিণ বুক, উত্তরে সম্ভাষিত। বসি রতি নাহি জানে  
 বকেতে গহে শরনে। প্রতি অঙ্গে অঙ্গ হুক, ভুল-ভুল মূল বন্দ  
 দেখে কণ্ঠেহ বোনি, ঘের পন কড়ি বুনি। হায়া বলে মহাশয়,  
 মোর জালা অতিশয়। দাঁত কান্দে তারি যোগ, অজ্ঞা পক্ষে উপদেশ  
 গর বলি আশ্রয়, গর সম কি গরিত। কাজ নাহি বিপ রীত, চল বস  
 সোজা রীতে। কিনি নিবেদিত, জরিক, ত্রেনে দান হই বিপ। হই নাহ  
 নার পদ, কি হুর তার বিপদ। কলসে বসি হুক, গহে বসে অ-  
 গয়া। যোগী বলে সবিশেষ, বলি বসি উপদেশ। উঠি বসি দণ্ড  
 রে, মক্কা বস, মক্কা পকে। বিতম্বে যে ভোল ভের, উঠি অধে কটি চার  
 ক্ষেতে মক্কা বসিবে, মক্কা বসিবে অধে বসিবে। অধে বসিবে অধে  
 বসিবে অধে বসিবে। মুখে উপদেশ বসিবে, সে মক্কা বসিবে বসিবে। কনি  
 বিপ রীত বসি, বস বিপ রীত বসি। হই মেহ হায়ে হায়ে, বসে বসি পদ  
 বলি চাপ। বসে বসে কলট ঘটে, উঠি পালটি উঠে। হই অধে হায়ে  
 গতি, বসি ঘের পদ ককটি। বসি বসি হায়ে অধে, অধে বসি হায়ে  
 পদ মুকাইয়ে অধে, অধে পদে অধে। অধে করি কামরণ, দীপুকে  
 মুখে বস। শুভ বস, শুভি বস। বসি বসি হায়ে হায়ে। দোহে  
 গমণের পদ, মোর কদর কদর। কদে কতি বিপ রীত, বাড়ে প্রীতি  
 বিপ রীত। করিল উপদেশ, বিপ রীত বসে।

নাশি কয়ার কয়ার। কয়ার পদে উপদেশের নিজের চরন।

সর্ব সুমিগলকর। বসে বসে কয়ার কয়ার। কদে মক্কা ভব  
 দ্বা যোগী। বস গয়া পদে হুক হুক। প্রমাণাধ্য সদ্য বস বস।  
 অজ্ঞা হায়ে হায়ে। পদে বস পদে বস। অসি ভী  
 দ্বি আর্থক কটে। বস বসি হায়ে হায়ে। মোর ভায়া ভোগ  
 যোগী হায়ে। বস বসি হায়ে হায়ে। কনি বসি হায়ে হায়ে।







কন্যাসুখ সখী আনি যবে ॥ শুনিয়া বাহির আসি যৌবনকাল ॥  
তাকি সখারে উমাচরণ কর ॥

মাধুরী উমাধুরী কান্ত মিলনের উদ্যোগী ।  
রাগিণী বিভাষ । কলি একতালি ॥

ভানি নিশি দিন সই সে গুণ প্রেম মিলনাথ ।  
যৌবন আগ্রহে বিনোদন এবে ॥ কন্যাসুখ সখী  
মাধুরী উমাধুরী, যৈবী মরি তাকি হিচ, উমাচরণ  
বলে গমন হবে ধরায় প্রেমভীর্ষে ॥

কাল-ত্রিপদী । কহিছে মাধুরী, আগ্রহ করি, বলি কে তোমারে  
এ নব যৌবনে, দিকিহ জীবনে, রতিপতি শরে ॥ সখার সখি, বি  
কেন হুঙ্কার, পলিহবে মনে ॥ অগ্নিতে রোহিণী, পথে তরঙ্গ মই  
হলি যত করে ॥ কন্যাসুখ সখী, আছে তারে, সেবা, ভাল প্রে  
মণে ॥ কর কাহ্ন তারে, হৃৎকলিত তার, কে লাহে তা দিনে ॥ বৈ  
বন উদ্যানে, না মজিয়ে প্রেম, সুখ দান কন্যাসুখ সখী, কাহ্ন  
নয় তা অকালে, সেবা, মনে করে ॥ উমাধুরী কন্যাসুখ সখী, কহি  
কিহি নাহি মিলে, কেননেতে বনি, বিতরু বে বসি, অস্তরেতে অস্ত  
আমিতো তোমাকি, কুমাণি কুমাণী, না কর দয়া ॥ কোমল কুমা  
দি কাহ্ন পাশ, কহি বিপণনে ॥ কলি, সখি, আগ্রহ অচুর্মতি, হই  
বাক্য বাহির ॥ সখী কন্যাসুখ সখী, কহিহা কহিহা, জাইল বাহিরে ॥ ক  
পতি অতি, কহিহি সস্ততি, ভাল বইকালি ॥ কন্যাসুখ সখী, বা  
শীতল ভুবা, কুমাণি কুমাণী ॥ সখী মন বটে, গেল গেল বটে, পা  
উও অগ্নি ॥ কহিয়ে মন, সখার সখী, কহিয়ে মন ॥ গি  
বলে সখী, আর কেন একা, না তোমি করিতে ॥ কন্যাসুখ সখী  
কহি গে বাহির, সখীর তনিয়ে ॥ না পায়ে কাহ্না, জানিয়েছে ত  
অকল করছে ॥ কন্যাসুখ সখী, কহিহা কহিহা, হই মন করছে ॥ ক  
এককাল, কন্যাসুখ সখী, কহিহা কহিহা ॥ কহিহা কহিহা, কহিহা কহিহা  
অগ্নি বিহা কহ ॥ কোমল কন্যাসুখ সখী, কহিয়ে মন ॥ কোমল ক  
বলে ॥ কোমল কন্যাসুখ সখী, কহিয়ে মন ॥ কোমল কন্যাসুখ সখী



सुखमयी भूति ।

কোনো ভিন্ন কল তোলে, বড় দৃশ্য বন্দ। তাহা দেখে গুনে, উন্মাদ  
হইলেন, করেছি সবক ॥ হও গামি কথ, শুভ কর্ম শীঘ্র, তার  
তাই পাতি। করেছে বোটক, কাধুরী ঘটক, কলো নরপতি ॥ সখা  
সহবাস, বুদ্ধির লুবাস, চলে আজি পুত। জীউনাচরণ, বলে বন্দ  
ন, করে ধাক্ক শুভ ॥

ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭାଗ ।

[illegible]



কেন মৌনিছেই আনোদের ॥ কোন নারী বড়িয়ার পড়ে । উল্লসিত  
 হইছে কেবা ছাড়ে ॥ বাসরে তুর্ণ শয়ন কর । সুখে দিবে সুখ ভোগ  
 কর ॥ শুনিয়ে 'কহিছে উমাধুরী । এলে নি উমাধুরী' শুনি পড়ি ॥  
 হতে বিবাহ রতি ইচ্ছে । কেন কণ্ঠ জ্বলন্ত হইছে ॥ বুনি না ইনে  
 পানিগ্রহণ । আইবড়তে কর গ্রহণ ॥ কহিছে সীতা উমাচরণ । ব্যা-  
 ভার অগ্নে কর ধরন ॥

উমাধুরী মস্তিষ্ককে বহুবার ধাক্কা দিয়া কহিল ॥

সাক্ষী সিন্ধিট । তাল আড়া ॥

মাগর প্রেমভাগ্য এখন জেত বহু সুখ । আসতে

গিরেছে আবেশে আবেশে ভাবনা কহিল ॥

গরে মন বাস, করিতে আন ভাবে প্রদান উমাচরণ ॥

বলে বাস কর সুখী করে পড়ে ॥

তৃতীয়াঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক ॥

দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক । দ্বিতীয় অঙ্ক ॥







তাদের, জিজ্ঞাসা করে তোমারে, পরামর্শ কি করে। তুমি তাই  
করিবে উত্তর, জিতেছির বোম্বার, পরদারি। এটি যদি মোত। যদি  
কার সংজ্ঞা হত, সুখ হইবে একমত, মোত প্রতি যদি তাঁর মোত।  
জবাবত হই আত, এটি তুমি তবির, বলিবার কত। এত। দেখি  
বে এইবার, হয় কি না গণে। হার, বটে ভাষা নহে বিবর্তন। এই  
কথা বলে, তুমি বুঝাবে সকলে, কল্যাণের কল্যাণ মাধন। শুনি সব  
বাক্যবুক্তি, মনে প্রমে কত ভক্তি, বলে কৃতি মনে, তে এখন ॥ বাকি  
পরামর্শ, এ জীবন কর সুখি, কার পাশে কল্যাণ হইত।  
কল্যাণ, মন আশা পূর্ণ কর, দেবি-কার জীবনপন। জীবন নহে  
যতো আনি ভারীরা, উকারি মনে কর। নেইরূপ করি বাকি  
আনিয়া সে গুণিবি, জীবন প্রাণেতে বিহু কর। তিনি মাধুরী ক  
বলে তারে বজ্রাস্ত, সবার আশা পাশ না বিবেকে। জগা নিশিহা  
বলে, সুক্তিরা বোম্বার, তিনি মত করিলে সে বাটে ধ। বাকি  
মাতে হইত, যেহেতু মিলিত, তাহে পাতি আশা হু মজলি। জ  
জীবন বিদ্যে, সুক্তিরা আশাযোগে, মোত ব্যস্ত বরহু বাকি  
এই লোক কর, জীবন কাল হইবে, এতলিক পাতে মোত জ  
বলহেতে বটে বিদ্য, আশা কাম হই তার, এতবে বর মলয় কর  
বি কর এটি আশা, তব তটরক বাকি, আশা পাতি বাকি পাশ কর  
কর সে উত্তরা বাকি, জিজ্ঞাসেত বাকি মিলি, এতবার লন মতক  
হে কল্যাণিনী, সুক্তিরা কল্যাণিনী, কল্যাণ পাশে কল্যাণ মিলিত  
বাকি, বিদ্যেতে বিদ্যে ভক্তি, বাকি মিলে মোত। জীবন ॥ এত  
জু তারনা, বাকি করে এতরনা, মগা। কি তোমার কর। জীব  
শ বলে, কেবল সুক্তিরা বাকি, বাকি বাকি বিবর্তন।

মাধুরীক আদর্শে জীবনকে সুখীকরণ  
বাকি  
বাকি  
বাকি











... ...

... ...

... ...

... ...

... ...







[illegible]











ভয়সম্বন্ধে । ও হুয়াং পামও উওযোণী তোমার সামান্যল ভা  
 হলে তুমিচরকরে প্রকাশিত হে পররযোণী । পরর, যোগদায়নে পা  
 ত্রুখ হইয়া পরাজিত হইতে পরর যতন, সন্ধানসম্বন্ধে কুণা দীক প্রব  
 যোগিব কোন আশ্রিত জন্মেণা অন্যায়সে অবহেলন করে, প্রত্যেক  
 যোগিব প্রতি অধিরা কথি করিতেছেন, সুমি যোগী ! ভূতনাথ আ  
 সন্যাসীর ভাষা অধিরা কথি । ইতি সন্ধানা অধিরা কথি করিতেছেন  
 ভূতনাথ সন্যাসীর উপদেশান যত্নে করিতেছেন । অধির কথেন পূ  
 পূর্বস্মিন্ কালে কলিজনগনে সীতলভূষণ নামে এক নাথু নাম কর  
 উক্ত সন্যাসীর কলজ পরমা সুন্দরী তবর্ণ মর্শনে স্বর্ণ স্বর্ণরতায় দ  
 য়, বোধ করি চঞ্চলা জীন্তে অজ্ঞাপ্ত হইয়া অস্বাভাৱে বনিকবসি  
 তার কায়াতে রন, এতদূশ রূপমতী বুনটীকে একাকিনী যোগে রাখি  
 প্রবাসে বাগিচা করিতে যতন রাহে । একদা এক সন্যাসী ভিক্ষাকার  
 নাথুর বহির্দ্বারে আগিয়া ভিক্ষাং দৌহি এই বাক্য নাথু করাত না  
 যত্নে মুষ্টিভিক্ষা আনিয়া সন্যাসীর অনাবুধ্যাৎ দিলেক । বিবিত  
 ভিক্ষা প্রাপ্ত রাজা গমন করে একত্রিংশ অজ্ঞাত হস্তায় তানি পু  
 কীর দিলেন, বলে নাথু তুমি হইছার যে মুষ্টিভিক্ষা এমান করিয়া  
 তাহা প্রাপ্ত ভিক্ষাকারকরা পাতক হয়, সন্যাসীর এই বাক্য প্রবণে  
 দত্ত হইয়া নাথু কহিলেন প্রত্যেক সন্যাসীর আপনিন্তি করন, কা  
 মুষ্টিভিক্ষা জন্ম প্রতি দ্বারে অর্চন করিয়া প্রাপ্ত দ্বিধা নামে অশ্বন  
 তাহা হইতে প্রাপ্ত হইবেক সন্ধানেন দ্বিত হইলে শাসন ভোজন শর  
 করিতে পারিবেন, সন্যাসী কহে ওদন উক্ত পাইলে তবাসনে রা  
 ব্রিতে উক্তা দক্ষি । সন্ধান কহে আপনিন্তি করন অধিবেশ এক  
 যত্নকাজে প্রাপ্তকার সুখ চাহি, সন্যাসী স্বীকার করিয়া বনিকবাসে  
 গানী হইলেন, নাথু পরান্নোক্তে বাগিচা চলিল । একদা বসন্ত  
 নাথু নাথুভাষা কুমুমকরো বিকট মেঘিয়া উক্তার নায় হইল  
 যুগ পরভিত্ত বব প্রবণে বহুদীক্ষায় বহুসময় অতিবিত্ত দিক  
 ১১, এবং উত্তর অধির কথি করিতেছেন অজ্ঞাপ্ত হইয়া হই জ



হারা হাজে নিম্ন হইলেন। এইমত কিয়দিনপর্যন্ত বৃহৎ থাকিয়া  
 সঞ্চিত হইল তাহা সেইমত দেখা হইবে গেল। পরে বাদ্যযন্ত্রাদি  
 হরণ পূর্বক নৃত্যানিষ্ঠা করিয়া উত্তম নৃত্যকী হইল। এবার সাধু সা-  
 হায্যের বস্তু উপনীত হইয়া আপন ভাষা ও সন্যাসীর চরিত্রে  
 গয় হইয়া বলে যায়ঃ! এমত সংজ্ঞানী ধার্মিক সন্ন্যাসী অন্তর্কট  
 পাচকে আর দৃষ্টি হয় নাই, এতবলি ক্রোধে প্রলম্বিত মায় এক ভীষণ  
 প্রকাশ করিয়া ভাষাদিগের উদ্দেশে গমন করিল। কিয়দূর গমন  
 করিয়া এক ক্ষমদূলে ভূতনাথ সন্ন্যাসীকে ভাস্কর্য্য দৃষ্ট হইল, সদা-  
 সন্ন্যাসীর ব্যবহার বিজ্ঞাপন হওমজমা ক্রমোপরি তিরোহিত হই-  
 ল। তৎপরে বামিনী অঙ্গা বামাংস্ত ভূতনাথ ভাস্কর্য্যপানে এক  
 ক্রম উত্তোলন করিলেন, এই প্রস্তরাচ্ছাদিত এমটা গল্পন দেখিল  
 তাই হইতে দীর্ঘাবার পক্ষ তক্ষর উঠিল, তৎকালে ভূতনাথ ভাষাদিগের  
 তি ভাষাভাষিগের স্বাধীনতার অঙ্গুতা করিলেন। তাহাও আভা-  
 সারে মগন হইয়া খমিদিগের ধনাপহরণ করিয়া অহর্নুবে আইল,  
 পূর্ববৎ গল্পন মধ্যে অন্তর্হিত রহিল। সন্ন্যাসী সেইমত কাপ-  
 ল উপলব্ধ করিল, তদ্রূপে সাধু দেহভাষা করিয়া গমন করিল ও  
 তাৎক্ষণিক এক উপলব্ধ হইলেন তথায় এইমত কলত্র নৃত্যকীবে  
 গয় করিয়া নৃত্য করিতেছিল, উত্তমতঃ দৃষ্টিপাত হস্তাভে গণিকা  
 দৃষ্ট হইলেন, এবং নৃত্যের তাল ভঙ্গ হইল দেখিয়া তাহার উপ-  
 দ্রিষ্ট করিল নৃত্যে তালভঙ্গ হইবার কারণ কি? নৃত্যকীকহিল আ-  
 দিক বানী সন্ন্যাসীর পূর্ববর্তি এক বস্ত্র নিকটে বস্ত্রাচ্ছাদিত হইয়াছেন,  
 তাহার লোচনে লোচনবৃত্ততে দ্বীভূতা হইয়া নৃত্য ভঙ্গ হইল ইহা শুনি  
 পায়ে কহিতেছে হে পুণীপতি! অম্বা কলত্রবানীর পাণি পতিতা  
 নৃত্য ভঙ্গ হইয়াছে, এই দৃষ্টি করুন ইহা আপনকার পাণি বৃত্তিতে  
 নৃত্য গাত্রহরণে বস্ত্রবে বস্ত্রাচ্ছাদিত হইবে। এই বাক্য শ্রবণ হইতে  
 তাহার প্রলম্বিত মায় সাধু মতক হইলেন সন্তোষ করিলেন। সন্ন্যাসী  
 তাহার প্রলম্বিত মায় প্রলম্বিত মায় পূর্বক মায় করিল, পূর্ণা-  
 দিক বানী করিলেন, তৎকালে তাহার প্রলম্বিত মায় সন্ন্যাসী



মৃত্যু ও বরানে সন্তানসহ কার্য কি ? জাতি বন্ধ । কী দুঃখজনক  
আগিবস্থা সমাক গম্য কোক দ্বারায় রাজাকে বিজ্ঞাপন করিল।

শ্লোক । আদৌ ধর্ম্যে সন্তানী দ্বিতীয়ে বন্যকামিনী।

তরুর ভূতনাথের চোখের দৃষ্টি বিচার ॥

অন্যার্থঃ । পত্নীর । অতএব বিশ্বাসি যেমিলান ব্রহ্মগণী ।  
সেতে নতীয় রক্ষা করিলেক নারী ॥ ততীয়েতে ভূতনাথ চোখের  
কারী । সের রাধি সাধু বধ কি রাজ্যনিহারি ॥

অন্যার্থে লিখিত হইয়া ভূনাথ করিতেছেন ভূতনাথের ব্যর্থ  
দৃশ্যে বিশ্বাস হয় । সাধু কার মরণের অশেষে গমন কর  
অতএব আপন সমুদয় নষ্ট করিবেন । ভূতনাথ মনিল্পে আ  
নন্দ গমন করি বিবর্তের কৃত্রিম পুত্রের কৃত্রিম দেখিলেন । ও নাথ  
বদার্থবানী জাতিয়া মূখ নদয় হইয়া তাহার ভাব্যকে দেখাইলেন  
সাধু নরেশ পদে মত শর নতি করিয়া সন্তানীর প্রতি হইয়া প  
মৌলিচ্ছদ করে পন্থার স্বর্গের জাগি স্বীকারে আশ্রিত করি  
দ্বিতীয় উদাহারে কান করণ করিগেন : মদন যোগিকে অজিত  
কন ভূমি ভূজপ সন্তানী এবং ধর্ম্য পন্থকামী । যোগ্য লোক করি  
কহে বৈদ্য মঙ্গল ওৎ সাধু মঙ্গলত পায়াক হুতচিহ্নে অবদ্য  
করি কারণ জাতির মর্মেয় প্রতি যে দেখে দেখাইতেছেন মূল মঙ্গল  
প্রতি অনবধান । যেহেতুতু যোগধর্ম্য বজ্রন দয় তাহা মর্মে করিবে  
কবিতার দ্বারায় প্রণয়ন ।

যোগী উক্তি । শ্লোক ।

মীরজবদানী মরণময়ী রমিকা কামিনী বনটগামিনী ।

যদি সা স্বভাবী বাচয়ে শুরতি কিং বাগ বৈরাগ্য কিং

যোগ্যি প্রতি ॥

অন্যার্থঃ । সে ধর্মীর স্বভাব কুরক লোচনী । অতিশয় রমণীয়  
মরণ গমনী ॥ এবং শুরতি সারী প্রতিদান করে । বৈদ্য বিধি বা  
বন্ধ বৈরাগ্যনি বদে ॥



আমি জানি বহুতর মহাপতি নত মৌলিতে রয়েছ এক সভাসদ  
কহিতেছেন, হে যোগিবর ! তুমি বার্থ আন পরিচর  
কৃপার কহিতেছি তোমার চিত্ত কি আছে । অনন্তর মদন  
হতেছে বৎ কৃপার মদনাক্ত হয়ে তৎ কৃপা তির অন্য অনুস্মায়ন  
কি বলি পুনরুদার যোগী শ্লোক কহিতেছেন ।

শ্লোক । অর্জুনেহ রূপা মৎ প্রতি বিরূপা পরেতে কি  
করে অপরের কৃপা নাহনো । প্রিয়সীপতির  
প্রয়াসি তাজির জীবন জীবনেতে পশি ॥

অসার্থ্য । পয়ার । বিনিতা বিরূপা হলে ঘটে যে বজ্রণা । অপার  
বিলে মরা তাহাতে যুচেনা ॥ পতি প্রেম প্রয়াস না কর রমণীর  
লক্ষ্য তাজির প্রাণ প্রবেশিয়ে নীর ॥

বৃপতি অজ্ঞার রস গদ্য বর্ণন ক্রোধে প্রচণ্ডক ছায়া কিস্ত  
পতি অজ্ঞা করেন । এই যোগিনী সহ তত্ত পাবত্ত যোগী দ্বয়কে  
দ্বন্দ্বক পদক কারাগারে করাত্তিতে শৃংখলা নড়ে রাখ মরপাণী-  
সনে নগরপাল অতি প্রুত কারাগারস্থ করিলেক তদ্বাণীকতে মাধু-  
র্যক ভাব ॥

বসন্তোদয়ে সাধুরীত দ্বিহ বজ্রণার আক্ষেপ ।

ভাগিনী বাহার । ভাল ভেওট ।

কি হইল বসন্ত উদয়ে, আরশত বিকিল সরলা  
হমরে । কোকিল কুহরে, অবশে ছানম করে, মধুপ  
বজ্রারে লুকুমে, একে মোর পথর মন্দ, তাহাতে  
হুয়ার মন্দ, মলয়া বহে মন্দ মন্দ, মন মরে ॥

পয়ার । হেমন্তের অস্তকালে বসন্ত উদয় । শুভ্রাজ মৈন্য সহ  
আকীর্ণ সমুদয় ॥ তরুণ তরুণ পল্লব সুশোভিত । তরুপরে বসি সুখ  
স্বক পরভিত ॥ তাহে বহে মলয়া সাক্ষত বন্দ মন্দ । পতিহতা সুখ-  
বিনা বিহার মন্দ ॥ বিকট কুসুম কলি হইল কানরে । জার বসি  
কলি কুহরে আননে ॥ কুসুম কান্দ কলরে সাধে বজ্রণ ।



## মদনমাহাত্ম্য

পুরী মাধবে আরে মাধব মাধব ॥ কবে পিকরণ কহে গুরুকৃত ॥  
 তিনি মনোহরবে চক্ষে দেখে কুহ ॥ বসে কুবল বুনে ফুলে ভুজ মধু  
 পার ॥ এমত বন্ধু বিচ্ছেদ কাউপে শুকাই ॥ গবে একো পটিন তব  
 কপালে জাগর ॥ প্রীতি বিধি করে যিহি হইবে বিহর ॥ সবাল নব  
 কলা বল কত মবে ॥ জরক জরনী জারি বাসি হলে মতে ॥ প্রহরী  
 প্রবেশ হরি করিতে প্রহার ॥ করিল মাতঙ্গ যিরে পলক বিহার ॥  
 গরি প্রাণ বায় প্রাণমাণে কেবা নিধ ॥ বলিতে বলিতে নিবে চক্ষু  
 জমিল ॥ অধরা হইয়ে ধনী প্রহার কুঠিতা ॥ দেবে প্রতিভুতা তরে  
 কুঠিতা ॥ ত্রপা জঞ্জি প্রেদাভাবে জলা উচ্ছসিত ॥ দমত ॥  
 প্রেদে পাছে মরে বিনোদিতা ॥ রত না ॥ উদ্যুতী অরত মাধু  
 প্রার ॥ জঞ্জি তুলে দেব মণি এলো পিয়ার ৷ দেবে বন্ধু মনে  
 ধনী উটল জমনি ॥ মল কোথা ছিলে মূল প্রাণ গুণমণি ॥ মচুরী  
 মচুরী বলি মচুপায় ॥ দৈব বল ভিলাকে হস্তধর পাতি পার ॥  
 উদয়ল পায়ে ধনী পূজা দব্য লয় ॥ জগতী উপনীতা কাহারী  
 জগত ॥ পতি প্রার্থিতা হয় মাননে পূজা কার ॥ বিকরী জাপ কান  
 বিকরী গোগো শঙ্করি ॥ বদমা হইয়ে মদন মদন মদন ৷ নিধবা  
 মদন বা মোরে কলিতে কুহা ৷ দেবে বন্ধু হও মোহর শুধনে ৷  
 মদন বা মাণিকা বসে করে কুহ বসে ॥ প্রতি বর সতীরে উদ্যচর  
 মদন ॥ পায়ে কান্ত মহাকালকান্তা গদ বলে ॥

### পূজাতে মাধুরী কর্তৃক গায়ী হতি।

লোল জোড়কঙ্ক ॥ বসন্তে জয়ালব নিলাহিনি ॥ প্রাণান্তে  
 কান্তে ভরাস্তকাহিনি ॥ মলেক্সবালিকে মৌলেক্স-মোহিনি ॥ নিলাহ  
 নিতে নিরোপকাহিনি ॥ কারান্তককান্তা বা মৌলিমালিনি ॥ জা  
 হা মগবা বাবর পালিসিনি ॥ অনুরে কালিতে পলিতা রূপিনি ৷ বি  
 নদ্য বিমল মরুর কাহিনি ৷ সুশোভা কলিতে কবের কহিনি ৷  
 গায়ী মোহিনী কহিনি ৷ লালিকা কহিনি ৷ মৌলিকাহিনি ৷ কুশামবাহিনি ৷



## মদনমাধুরী।

মিরসি নিষ্ঠান নীরবহরী ॥ জীবিত পদাক জাহে বা হুফানি । কখন  
পূজন বদন না জানি ॥

মাধুরীর অভিকালী মনরা কইরা কহেন ।

ত্রিপদী । তবে তুফা হয়ে শানি, বলে তন গুণো রাশা, তবে পা  
বুজ হবে ঘরা । ও মাধুরী গুহে বাস, কি জন্ত উভয়া তও, পারে লা  
কইওনা কাতরা ॥ দেবীবালা পৈবী ধরি, শূন্য চলিল মারুরী, মান  
সেজে ভাবে কালীপদ । বলে মদ্য তরি শিবে, পাঁচ ত্রিপুরা নাশিবে,  
হানিবে জনকের আশ্রয় ॥ অন্দরের অন্তরালে, রাজ্যের পলিক  
চলে, সঙ্গে মদী নহিলা কিছরী । হেথায় বসি নশিবে, মদন হাবত  
অন্তরে, আশ্র মনে কচর খেদ করি । হিন্দু যোগ উদগুর্ন, ও আশ  
না হলো পূর্ণ, পড়ি অশ্র উদগান হতো । বিএ দাক রসোজুক, অ  
পের প্রায় লুক, যোগ মিরি করেই কুশুক ॥ গদ্য মানা রে আশ্রয়  
লীচকরাজে নিশান, মানাধুরি যোগ্যদের আশ্রি । কইয়ে দাস  
মান, কুবাকো করে উদাম, লায়র প্রকাশ পদপ্রহর ॥ মিক ঘেতি ম  
বিক, হয়ে মামল পবিক, করিলাম কুণ্ডল মদন । জাজা করি  
কাশী, হেথ কুতুভা প্রকাশি, উভ পদ হইল মদন ॥ ইচ্ছা  
রজা, মুকতা প্রতন সজ্জা, করি আছে অস্তরালে মদন । দেব মদন  
ব্রহ্ম, মুকরে কতিরা বাজ, মণ্ডল নাচে হোতু মদন ॥ হয়ে মদন  
মদ্যারী, যোগধর্ম নব নাশি, বার লাগি বাস ভীমা বাসে । মদী  
অন্তরালে, দেবা নাই অন্তরালে, অন্তরহ নাহি ভানবামে ॥ বা হান  
হান কারিণী, মুখের অধিকারিণী, জানা গেল শেষ ব্যবহারে । উভ  
পড়িবে ঘরা, এ বিচার কোন শীরা, রাশা সুবী আশায় প্রহারে ॥ প  
কিনা বস বাস, পর কাপড়ে সুখায়, হয় পর মদন পাঁচকী । মুখ  
নশীত বনী, অশ্র ইহা নাহি জানি, নারী হার জীবনঘাতক  
অনর করি বিদেশে, সে অশ্রিণীর যোগে, রাজ্যদেশে অকাল পতন  
হে অশ্র মদন, সে নাহি কার জিহান, অকার প্রহার বত  
হে অশ্র মদন, ভাবনা করে মদন, বলে মদন অকার বিধ







যোগীর বর দেহাতে যোগেশ উন্মোচনী ॥ বুজনীতে রাজন পর্বাধরে  
 বসাই বার। ভরকর মুক্তি শূলি খণন, দেহায় ॥ ওরে বৃহ মহীপাল  
 সুকাণ্ড করিলে। চৌর-বলি শঙ্করের কিকরে ধরিলে ॥ মে যোগীর  
 মনে বুক। পেলে বহু পুণ্যে। করে না ভোমারে ভাষা বক্তাবের জন্তে ॥  
 দাঁড়িও জীবনাবির বনি ভর চাঞ্চ। জরোঁণে যোগী হয়ে বকন ঘুচাও  
 কিসে হুতের হাতে পঞ্চভূত হারাইবে। বিরক্ত কর্তৃক নৃপ মদুংনে  
 করিলে ॥ নিদ্রা ঘোরে কতকগুলি ভূত দৃষ্ট হয়। তবে ভীত হয়ে ভূপ  
 হানসান নয় ॥ ভীম বধে সুনিদ্রার বিচ্ছেদ হইল। বামার্জ্জুন পদ্মি-  
 ন্যানে জিহাষা রহিল ॥ ভয়ালু হয়ে ভূপ ঈশ্বরে অস্ত্রে কত। অনেক কণ  
 পরেতে ফণা হলো গত ॥ সুত্তর মনেতে নৃপ নভায় বসিল। মস্ত্রি অ-  
 ন্যাত্ত আন্ত আশিতে আবেশিল ॥ ক্রমে যতানন্দগণ হইল নভায়  
 নরক বপ ভুক্ত বাক্ত করিল সমস্ত ॥ রাজা বনে এক জন জটীহারী  
 আসিল। প্রহার করিল দোরে স্বধরুণ আসিল ॥ বহু ক্রাস দর্শাইত  
 দ্বিজীকৃত জন। মহিলে ভোমার বংশ ধ্বংস হবে তুর্ন ॥ এত শুনি  
 ভীত মস্ত্রি সুমন্ত্রণা বলে। তর তর বন বিপথে মে যে দৈবতলে  
 আনার মন্ত্রণা শুন মহেন্দ্র ভূপতি। যোগীরে মাধুরী পতি কৈল  
 প্রজ্ঞাপতি। একনে নভায় যোগী আনক বতনে। ভোম ভায়ে সব  
 হয়ে শূন্যক প্রভনে ॥ এই বত যুক্তি করিহেন সর্কজন। নভাসদগণ  
 সহ উঠিল রাজন ॥ সরাসী আশিতে রাজা চলিলেন বনি। জীউ মা-  
 চরণ হলো হলো এ সুবিধি ॥

রাজা কারাগারে যোগির নিকটে বিনয়।

কথা শুনি। বলতি সকলে কারাগারস্থ যোগী কলসরুত বনে-বিনয়-  
 শূলিক যোগিকে করিল, কে যোগির আশি কতাপহারী ও কতুবিধীম  
 কলসি উপহারে বিনয় হইয়া নিশ্চ অশ্রুযোগে পতিত হইলার। -মম  
 হৃদয় যুক্তি করি বহিষা অলসরাগ। সকল প্রাণিবয়ে বিরহিহরণ কি-  
 রণে। এই আমি এমন দুঃখ করতাম। কামিহা হিলাস কে পরক-  
 রণে। এই আমি এমন দুঃখ করতাম। কামিহা হিলাস কে পরক-  
 রণে। এই আমি এমন দুঃখ করতাম। কামিহা হিলাস কে পরক-



বোম্বেকে উৎসর্গে রাবিরাজা জাতিগোষ্ঠনকে উৎস ন্যায় কল্পিতাম।  
 বোম্বে জাতিগোষ্ঠন কীদৃশ দুর্ভাগ্য পাইলেন এন্থোনিয়ান জাতি  
 পীড়িতদায়ক হইলেন। ওহে পরম যোগিবর আনার কর্নীত কলেবর  
 আপনি অক্লান্ত প্রকাশ করিয়া পবিত্র করুন, একপাশের অর্থাৎ  
 রাধ বর্জিত করিয়া গাঢ় অস্তমিত রাখুন অন্য প্রকাশ করুন, তখন  
 প্রতিপদ দুগুণিত বিচিত্রশ্রেণী যোগিবর দ্বারা চিত্র নির্মাণশ্রমে  
 সুবিকোচন। তে যোগিবর কুণ্ডলী হোম সুপোপরি নিমগ্ন হইলেন,  
 এতদূর জ্ঞান বিদ্যি এবিধ করিলেন, আপনি তখন, তখন কি অন্য  
 ভাবনা সঞ্চারিত হইলেন না, কারণ অস্তমিত হইয়া রাধা পাইলেন। যদি  
 চারপাশের শ্রম হইয়াছে তে মনো ন্যায় প্রকাশিত হইয়া কাল  
 কাশ লাভ হইল। তাকার বিবরণ পূর্বে পূর্বিকারীন জাতিগোষ্ঠন  
 কলঙ্ক আভরণ করিয়াছেন, ইত্যাদি কাল তখন মনো ন্যায়  
 দৃষ্টি অস্তমিত হইয়া রাধা পাইলেন, এতদূর জ্ঞান উপমা  
 শ্রবণশ্রবণ কুণ্ডলপরিবাহকে তখন দুগুণিত পূর্বিকারীন জাতিগোষ্ঠন  
 দুগুণিত আশ্রয় আশ্রয়। তাকার পতির দ্বারা মনো ন্যায়  
 প্রকাশিত হইলেন, যোগিবর সহ যোগিবর বিমুক্ত করিয়া দুগুণিত  
 হইয়া রাজা সত্যসদ সত্য সত্য পদন করিলেন, তখন দুগুণিত  
 বিদ্যি উল্লাস বাহ্যোদ্যম হইতে লাগিল ও তৎকালে কুণ্ডলপরিবাহকে  
 জানাইলেন এবং তাহাকে কুণ্ডলপরিবাহের পরিণাম দৃষ্টনের দ্বারা  
 বহু জিজ্ঞাসা করেন, তিনি কহিলেন যদিচ ইচ্ছা করিলে তাহা  
 হইয়া থাকে তথাপি পিতৃদত্ত কন্যা ব্রীতমত মান করিলেন, তাহা  
 বাক্য শ্রবণমাত্র মনোহর মহারাজ চিত্তে আফ্রাদারিত হইয়া  
 ধেলিতে লাগিল, তৎকালে দুগুণিত উত্তরে আশ্রয়, ইত্যাদি  
 দুগুণিতপির নিমজ্জনলিপি পাঠাইলেন, হেথায় রাজাদিগের  
 মনোহর রাজন অসেচনক সভা নির্মাণ করা হইলেন, তখন  
 স্থানে স্থানে উক্ত যোগিবর ব্রীতমত মান করিলেন, তাহা  
 তপে সুকল্লাপ যোগিবর পোতা পাইতেছে এতদূর সভা  
 দৃশ্য ইহা বা বাসব সভা দ্বারা করিয়াছে ও তাহা দ্বারা



কিন্তু এইকালে মাহেন্দ্র সিংহার কথা বোঝা কঠিন পংক্তিপূর্বক বসিলেন,  
সিংহার শোভা দৃশ্যে প্রীতিসম্পন্ন হস্ত কর।

महामायाशुद्धीर विनाह ।

राशिनी दुर्गः तान कथयानि ।

कि उदायः भू-स्य उदायः, इति अत्र नृ-स्य नृ-स्य ।

ଅଭିନବ ଭାବ ନାନି ଯଥାସି ବଢ଼ିବେ ଓଭୟ ॥

বড়বিলহন । সুসভা নিমন্ত্রণ, মঙ্গল নিমন্ত্রণ, সমান সমান । কি  
সমস্ত সন্ত, বৃন্দসুত, শত, শুভে প্রিয়জন ॥ কল্লুর মনি কনি, শান্তি বি  
বিনি, শুভে সমস্তি । মানিছ মঙ্গলী, জগদীশী কেতকী, শিবী পায়  
কেতকী ॥ আইছ বিহর, মনিত জগদ, মানি সুখ নত । যত বাসি কার  
শুভে দায় করে, ধুম দগ্ধ করে ॥ সমাধি বিবাস, অমিত্তি  
একো অমিত্তি । করে তৈস শীত, অমিত্তি লেপিত, নিম্ন অমিত্তি  
আমার অমিত্তি, মনি আইছনাও জিহ্বা কাণা গণে করি মনে মনি, মনি  
আমার অমিত্তি ॥ তেজিয়া বিবাস, মঙ্গল সমস্তি, সুখ জগ  
মাথে । সুবর্ণে গঠন, যত আভরণ, অমিত্তি মনি অমিত্তি, শোভে  
কলমবস্ত, চলে মঙ্গলবস্ত । অতি সুভাষিনী, বহুবল্যামিনী, বহুবল  
কামিনী । শিবী বাহিনী, বিবুধ মোহিনী, বিবুধ বিপদ । জগদ  
গণের, সুখ সুখ পায়, মঙ্গল পায় ॥ নীতমত করে, কত কলি  
মাত্রী সুভাষন । একি আইছক, বিহাঙ্গক বস্ত, থাকি আইছক ॥ মনি  
অমিত্তি, মনি অমিত্তি পায়, মনি অমিত্তি পায় । মনি অমিত্তি পায়, মনি অমিত্তি পায়  
মনি মনি মনি ॥

বোম্বাই জর্জ। মুগ্ধ ও বহুসংখ্য।

বধাম দ্বিপদী : তবম মহেশ্বর ভূপে, শিবর আশ্রয়কুলে, করিছে  
 করদুশারে । যোগির কল্যাণ, শিরে বসে জটো, হুতু করার সময়ে ॥  
 ভূপতি অমৃত্যুনাথ, মানিত চলিছে জট-যোগির নিকটে উপনীত  
 উপাম করিয়া পায়, বলে নিজ পুণ্যপায়, শিরোজটো করম বর্জিত  
 অমৃত বরদেয় তাহা বোধিবর বেশ, হরকামল আছে নীতি । শুনে  
 ভোগি কল্যাণকর, হুতু করিয়া থাক, শিরোজটো এমি যোগের নীতি ॥



কোমল করি কল্পন, জটা করিব কুণ্ডল, সতপথের প্রতিপদ  
 শুনিয়া বলিছে নাই, মোর কিছু মোহ নাই, রাজ্যদেশে করিহু  
 কহে যজ্ঞীতনয়, ভূপাশে তাজা ময়, জটায় কি আরো  
 বক্ষ পরি তাজি বাস, যার জন্য তীর্থবাস, সে আশা হইল সম্পূর্ণ  
 শুনি সবার বচন, হৃদয় কলি কেমন, সুখ বর করি উইল। ভূপক  
 সছাবহার, দেখে তাজি মানো পার, জটায় তার মুড়াইল ॥  
 কোমল বশ, হেলা বরবেশ বেশ, নগর ভ্রমে যানীক  
 যায়ে সাজে, বাজি হেলায় বাজা সাজে, চকুখা স্বতে উজু পড়ে  
 কামিনী হেরে গরাক্ষ, বরে কত করে বশ্যে, মারি অন্য গুণাবতী  
 ভুবন জয়ী কন্দর্প, তার বে নাশিল দর্প, হেম জনার পোষ পতি  
 সমস্ত নগর কিরে, বিবিধ উৎসাহ পরে, পাম বয়ে পাখির পু  
 আসি যত পুরবালা, লইয়ে বরণ ডালা, মুখ বরে বর  
 করে কন্যাদান, বেদন আছে বিদান, তৎপার হয় শ্রী-মাচার ॥  
 বাক্যে বাজ করে, কহে অজ্ঞাত প্রহায়ে, পুত্র মজ চোর আকার  
 মুখ হলো শুণ্ড পোক, ব্যাধি রূপে সপ্তপাক, কবেদ বড়ি  
 বিদাহ সমাপ্ত পরে, সুসজ্জা লব্ধ ধামরে, উল্লসিত  
 মন মাধুরীর বানরে ময়ন।

রাগিনী জৈরনী। তাল আড়া।

কহে নাপ জনাবিনী বলে কিছিল না মনে। মন-  
 শন জ্ঞান করি দিসে জগদর্শন স্বপ্নময় ॥  
 বর কহ, হলো প্রকাশ পরিণয়, আর যেন বিচ্ছেদ  
 মন, এই যেন থাকে মন ॥

উল্লসিত একাধিক হৃদয়। বাসর বাসে প্রবেশিয়ে মনঃ।  
 কহে যুবতী মনঃ ॥ কি কন জোয়ার জাল প্রাণে মনঃ।  
 মনঃ বাসি মনঃ ॥ কুখিন জমে বিগ্ন সহকার।  
 মনঃ জগদর্শন ॥ হৃদয়ে বাসি কুখি কৈল পুছোপরে।  
 মনঃ করে বর করে অপরে ॥ তব মনঃ জগদর্শন  
 পদে মনঃ ॥ মনঃ মনঃ মনঃ মনঃ ॥



স্বপ্নমোক্ষ কিবা আছে আছে বলা বলে । বতবল মোর ভূমি  
 মোক্ষো । বকোহে বিব হতা বুকমা নহি । হস্তেছি সাগুড়ের ভুজ  
 ॥ ও নাথ করি হর ধন্যরাধন । সে সাধন বলে পাই হারা ধন ॥  
 সাধাচর বন্ধন করে করে । বেনে সন্ধান কাছারি হিম করে ॥ স্থিতি  
 সাগতে মুক্তির সময় । অসহয় বুকি নাহি রসময় ॥ সুবিধি করিয়ে  
 সুখি সময় । বিধুহৃদ অশু বিধুব উদয় ॥ বল হে আর তানে চকো-  
 ৷ হেরিয়ে হিমাগত আছে আমরিণী ॥ বদন কর নষ্ট শশী হে-  
 মে । করি কলঙ্ক কোলে কাল করিলে ॥ মাধুরী কয় ও মনক ভ-  
 ণ করি নিত্য এ নষ্টচক্ষু দশন ॥ তুল পথ গীর্জাকে মুদাসামন ।  
 নে প্রেমায়র বিচ্ছেদ বদন ॥ নৃগনশন বলে গুন মাধুরী । বাক্য  
 প্রকারে কাম্পমিক হরি ॥ তব সাজ বর্জ করে কারাগারে । কঙ্ক-  
 তে রক্ত কুসুম উন্মাত ॥ না নিলে কঙ্ক প্রেমিণী দ্বারায় । কিসে  
 ব্রাহ্ম সমন পায় । যদি সম প্রাণ অসিতে নাশিত । বল ধনী  
 প্রিয়তমে কে সাগিত ॥ রামা বলে বলিতে পার বল । জিনিয়া অ-  
 নু কি আছে বল ॥ প্রোক্ষণে কটকে রাখিল রাঙ্গার । দাসীরা  
 সিতা হয়ে নাহি বাধ ॥ আমি বর্জ থাকি হে এ পিত্তরে । দার রক্ত  
 রিলে কুল কুণ্ডলে ॥ এ দাসী কৈল অপমান । অর্জুন । করণা প্রমানে  
 কলু বর্জনে ॥ অর্জুন কর কর ছলাস্ত । পুনঃ কর সব বাসর  
 স্ত ॥

২য় পাতার পুনঃ বাসর কাব্য  
 অদৌ স্বপ্নমোক্ষঃ ।

হে লগ্নে পুনঃ প্রথম উদিত হইল তবায়ুক্রোশাদিক বন্ধন করি  
 বিজ্ঞা উদয় করণে পরাভ্রমী হইবা না । কাবল বসিচ জ্ঞানাক্রমে  
 অকি দ্বিতীয় বার প্রোক্ত হইয়া ও হইয়াছে তবে বড়ের একটি  
 বোনা আনাদিগের তর ভাষা মুগ্ধসম হইল । কেমন যেমন মাল্য-  
 ণ । হৃদয় পুষ্পাকর টেব দরদ পল্লব কৈল জাহা দরি প্রেমগিণী  
 হৃদয় সঙ্গীতিনী দস্তে বৃত্তমেহে কবির প্রোক্ত বর উদ্রপ যে অম্বা  
 দী বাসিনী । হে প্রিয়তমো । প্রতিপন্ন হিনের মুখিত অধুপকে









## Abstract

10

10

11



## রাজার নিকটে মনোর পুরিচয় ।

পরার । এই মত কত মত কৌশল বিশেষ । কামিনী ছাড়িল  
 যামিনী জানি শেষ ॥ নিশিতে ধননী ভূষে প্রত্যাষে মদন । উপনী  
 হৈল আসি ভূপতি মদন ॥ কিঙ্করে 'অমৃতজ' করে মহেন্দ্র রাজন  
 বসিবারে দিল বহু রত্নসিংহাসন ॥ সভা মধ্যে বসিলেন নৃপতি অঙ্ক  
 ক্রৌঞ্চিগণ মধ্যে যেন শোভে মত্ত গজ ॥ ভূপতি উপান হয়ে কহিল  
 নিশ্চয় । আজ তত্ত্ব মত্ত করি দিবে পরিচয় ॥ নাম হান পাশে ক  
 কোন কুলোদ্ভব । কত দিন কাল প্রাপ্ত কোটির ইন্দর । পশ্চাৎ  
 করি ভয় পাঠিয়ে কি জাতি । জোজনাত্রে হইলীকতাস । বর যাহি  
 ০০ হক সে হক বাণী সব মন ক্রটি । তৎক্ষণে কনি বহু গুরুজন বটি  
 পত্নীজাতে সবিনয়ে হইলীন্দয় । নিজস্তম্ভে মদন কহিল 'মুদয়  
 কাম্পাস্ত্রনগরে বাস করিছে রাজ । মদন পাদার নাম হই তাঁরাজ  
 বখন বয়স্ক হৈল পঞ্চদশবৎ । কসর্য্য স্বাত্রা লখা । মত করি পরামর্শ  
 বর তাঁহে জানি হই বারাগসাবাসী । মদ্য মদ্যনাদে সেবা মনে ভালবাসি  
 দেবে এক দিগ্গজ পণ বিবরণ । জানন্দকানন তুলি গণের কাবরণ  
 সে পণ করিয়ে দিক্ কলেন তঙ্কর । যেন প্রাণে বিদ্যুৎ বিদ্যুত  
 অত মাত্র নৃপতির স্বদেহ শীতরে । স্বীয় ভাগ্য মীমা নাহি হুত হুত  
 করে ॥ বখার্ব পাইল জামাতার পরিচয় । বলে পূর্ব পুঞ্জ পুণ্য ছি  
 যে মঞ্চয় ॥ মানে গুণে শীতল কুলে কাম্পাস্ত্রের পতি । তাঁর সূত হই  
 যে মম নৃপতি ॥ পণ ধন্য ধন ধন্য আমি মন্য মন্ত । মোর প্রতি প্র  
 পতি হলেন প্রমত্ত ॥ বীরবাহু মহারাজ হৈল বৈবাহিক । সুখে  
 যাপনকবে আপন অহিক ॥ গুরে বাণী দিগ্গজ নৃপতি মদন ।  
 জানি কিঙ্করে করে করেতে বন্ধন ॥ জে সোণ মাঞ্জনা তুমি কর ক  
 চিত্তে । কুজন কুবাকো মজ্জহিলাম কুকতো ॥ ঘুচিল আহারে  
 বিধির বিড়ম্বন । উষ্ণ মদন বন্দন করয়ে চন্দন ॥ সুখের সমুদ্র বা  
 হুগেহর লংঘন । স্বস্তির জামাতা দৌড়ে করে আলিঙ্গন ॥ সুখে  
 নাহিক নীমা কত হর্ষ ঘটে । সাত্ত্বিকানে হর্ষ যেন করে পূর্ণঘটে  
 হরি হর্ষে বাজান বংশী কনি বংশীরটে ॥ বংশী শুনে গোপচিহ্ন



বটে ॥ ততোধিক হর্ব মহেন্দ্ররাজ হইল। প্রেমার্ণবে মুখ  
 লিখিত সঙ্গিল ॥ স্তম্ভে ধরাধিপ বনে দিগবরে। এ জানাতা  
 নেন বিধবর ধর বরে ॥

স্বদেশ সেবায় গনসার্থ ভূপতির অনুমতি প্রার্থনা ও তত্ত্ববশে  
 ভূপতির আক্ষেপ।

সদা, উত্তম মান, বিধ সদালাপ অন্তে মনন ভূপতিকে আশ্র  
 মন নিবেদন করিল, হে মহানু! হে মহেশ! আমার এই সকল  
 কিঞ্চিৎকর বিষয়ে বিরত জাশ্রিয়া বিবিক্তবেশে দেশে দেশে অক্লান্ত  
 লকইয়াছিল অধুনা তুর্ণ ভুল পন্থাতে হইল। ঘটিল, কারো ভুল ভা  
 র পণ পূর্ণ জন্ত পুনরায় সাংসারের মল্যায়ায় বদ্ধ হইলাম দৃষ্টান্ত  
 যাক্ত ভাবের ভাদিক হইলাম, অতএব সে ফৌজী তুষণ। আমার আশ্র  
 য় থাকিয়া পিতা মাতার জিলাপদে দেশ না পরিণত তাহার কোন  
 উই ঘাদশাক্ষাত্তর কল পাইও সিদ্ধির পাইবার আশা হই।  
 রিত দেখুন, (জমিনী জগদুনিঃ সর্বভূমি গভীরে) জমিনী ও জগদ  
 মি স্বর্গাধিক, দেশান্তি হইবার ভূতিঃ সত্যম্। জীকীর্ষণ অক  
 তএব আশ্রয় মন জমিনী জমিনীর জীকরণ ও জগদুনি সর্বভূমি  
 তান্ত ব্যাধিগত। ১০০ তামি কোন পদেই প্রধাৎমলম্বন করিতে  
 পিনি না। তামি, তামি ক. জগদাশ্রয় হই। জগদাশ্রয় জগদুনি  
 ক আছে? যা. যা. যা. জগদাশ্রয় ও পুজম করিলে জগদাশ্রয় গোপন  
 না হয় ও বিনি পদেই গভীরে জগদাশ্রয় জগদাশ্রয় সিদ্ধির বাতন।  
 রীতের অভরণ জ্ঞান করিয়াছিলাম জামি তাঁহার জীকরণের বশবর্তী  
 হইয়া ছুরি পাতকর নি মঙ্গর করিলাম। হে মহরর! সাংসারী  
 জে থাকিলে পিতা মাতা দেবা দয়া কর্তব্য, আপনি কিঞ্চিৎ অনু  
 পায় একান করিয়া গননে অনুমতি করিলে আশি মুতার্ব হই।  
 পতি আশ্র আশ্রজপতির চরম ভীতি প্রবণ করিয়া কাতর হয়ে  
 পতিহে, ও বাপ মনন! নিম্নর বাক্য কহিয়া আমার জীবনে  
 পতির করণে উদ্ভূত হইলে? আমার মানস জোয়ারক কতিপয়  
 বিনে সিক্তি থাকিরা অনুকণ তামি প্রাণকে সীতল করি। মনন



কহিও হুঁসে কীনা সৎপ্রতি আশ্রয়। এইরা একই আশ্রয়  
বটে কিন্তু ~~অন্য~~ বহু দিন অমক জনকে দগুন না করিয়া দিয়া  
দুঃখানবে ভাসমা। ~~এত~~ এত এত চাওঁলিক কুসৃতিকার আর দেখি  
এতই কোল সিবক ~~এ~~ পাইতেছি না। অতএব হে নরপ্রেমী! আ  
নাকে দ্বারা গুণ গন্ধের অমুরো লগে। রাজা আনাতর এতাই  
সাক। আরও দুঃখচিকিৎসা দিয়া দিয়া দেখিলেন যে ইহার মন  
এক রাজী গমনে উৎকর্ষিত হইবারে ইহারে আর ভাবনা রাবিক  
কমলা নাই। রাজা একজন চিত্র করিয়া দিলেন। মদন কু  
কুলিত ~~ক~~ কুলা, অগ্নিত কলা কি শব্দ দ্বন্দ্ব মদনকে হইয়া বা  
দিক কদিক। মদন যোগ্যের ~~এ~~ এখানে সাতিন্দ্র আশ্রয়  
হইয়া মদন কুলিত, মদন ~~ক~~ কুলিত।

對 於 這 些 問 題 的 研 究 是 在 進 行 中 的。

ନାମ: ୧୭୪୯      ପା.ନ.ଅ.ଉ.

‘मोक्षमन उदि नमो निरुद्ध कथं, उरु हठा, विमल

ନିମ୍ନ ଉଲ୍ଲେଖିତ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି । ॥

काय नह दुःखादपत्ति, १०००० ॥ १०००० ॥

উদ্ভাটনকৃত পুস্তিকা

[illegible]



পুহিতে পিপাসা শুকড়া হৈল নীর ॥ বিশেষ অশেষ ক্লেশে গেল  
 জ্বলিল। দুর্দিন দুটিরে দিনপ্রাপ্তা হই দিন ॥ যদি বিধি মনোবাঞ্ছা  
 রিল পূরণ। কিছু দিন থাক বসু এই নিবেদন ॥ সাগর সিঞ্চিয়া  
 দুধ পাই বহুকালে। পুষ্পেতে শুকতা হলে পরেতে কি কলে। শুদ্ধি  
 লে নৃপনৃত শুনলো সুন্দরী। পিতৃধাম ত্যজা বাঞ্ছা নাহিক তোমারি।  
 হিতে পিতার পূরে হৈল মম মন। মনে করে মনে রেখো করিব  
 মন ॥ দেহ প্রিয়ে তুল নাহি বলে পুরাতন। মূত্রে সঁপিলে মন-  
 রহ পতন ॥ শুনি ধনী ছিছিধনি করে অবিরত। লম্পট পুরুষ মদ্য  
 স্বধনে রত ॥ আশ্রয় মন মন দেবে স্বাকার। ধর্ম্মাধর্ম্ম সমতারে  
 রে একাকার ॥ যখন করেছ কাঞ্চ কুবাকা প্রমদ। যথা বাবে তথা  
 বন্য ছাড়িব মজ ॥ মদন বলেন প্রিয়ে কেন দুঃখি মন। মুখাত  
 হামার মন বলেছি এখন ॥ জীউখাচরণ বলে কি তার বেদন। অক-  
 পুরপা কভু ছাড়ে কি মদন ॥

অমরম ও উম্মাদুরীর প্রকাশ্যরূপে বিবাহ ও মদন

মধুরীর সহিত স্বদেশে গমন।

অনিমী বোকাগ। ভাল আড়া।

নাথ তেজঃমিমাংস, মদ্য চুপচর কর সুখের উল্লসি।

না তেজঃমিমাংসে, মদ্য কর নিম্ন। শিখর, শিখর

প্রিয়সী। মদ্য মন সিদ্ধি।

ত্রিপদী। লম্পটী যেমন করি, গুহেতে ভুঞ্জি নরকরী, তাহাতে  
 টিয়া মদন। আতঙ্কিত করি সুখে, নিজ মনেও কোতুকে, উপনীত  
 পতি মদন ॥ প্রণতি করি স্বতরে, বলে মন্তোষ নিতরে, নিবেদন  
 রি জীচরণে। স্বসখা মজ্জিতনয়, হলো গুহ পরিণয়, মধুরীর সহো-  
 দী মনে ॥ মনোমধ্যে এই আশ, যক্ষত সুপ্রকাশ, পরিণয় দিব  
 যার। শুনিয়া মহেশ্বর বার, বনপ্রীতাকি শ্রুয়ার, কহিলেন সকল  
 কার ॥ জানিহু জামাতা বাক্যে, আমার জামাতা মধ্য, তব মৃত-  
 ত্য বরণ ॥ গোপনের কর্ম্ম ময়, ব্যক্তে চাই পরিণয়, কর তার দ্রব্য  
 মদ্য, মদ্য মদ্য মদ্য, মতিমতি কলেকর, মদ্যে মদ্যেতে



मदनमोहनी

আইল। করে বহু আয়োজন, যেবে দ্বাৰ্য্য আরোহণ, শিরস  
নিমজ্জিত ॥ তবে পরে নববাস, সুখে করে অধিবাস, করে কটী  
চার মন্ত। পরে বিবাহের দিনে, সমন সে প্রমদনে, বরমন্ড  
মনমত্ত ॥ আরোহণ করি যান, নগর গিরিতে মান, সঙ্গে ধার  
বাঁশ্য বাজি। বরণান্ত সাজে পরে, কাটা পোষাকাদি পরে, কেহ  
কেহ চাড় বাজী ॥ গিরিয়া তপস্বী আসি, পাছ লয়ে অস্ত্রধাম, উ  
ঠিল মগন। কন্যাখান হ্রী-চাঁচর, বরণাদি ফুলনাথর, করি করে  
নমাঙ্গন ॥ প্রমদক উচ্চাত্তর, বর কন্যা খেল করি, বাঁশ্যবতে করি  
শ। উভয় বিভূষণান্তরে ভ্রমণেরে কনি অন্তরে, অন্তরেতে সুখের  
শ ॥ যতেক সুখের শিলা সাগু অন্ন লাগাইলি, নিত্যকাল গণ্যকর  
শ্রীউচ্চাত্তর বলে, থাক মোহেতে ১০ অবলে, বর কন্যা অগকাল পে  
প্রমদক ও উপায়া ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০ ১০

[illegible]



बननवापुरी ।

পাইতেছে, নুফটিন রসবিহীন অক্লুষ্ট বাকাশ্রবণে বাঞ্ছনীয়  
 পুষ্টিগুণ অধিকতর হইল, বলে হায় পুষ্টিবের কি হুস্তর প্রস্তাবে  
 হৃদয় তাহা এ অধিনী কর্তৃক সে বর্ণনা বাহুল্য। আশ্রমকার  
 প্রাণির অসুখাদ অসুচিত যদিচ কুলাশাধিক বাকা নিজেপ করি  
 লহ হইল, তৎকারণ কামরা নারীজাতি স্বামির অধীন একনা  
 মর অনাগর বাকা দাসীর অক্ষভূষণ হইল। হে নাথ এদাসী পদে  
 সোবী তাহা বলিয়া অপরাধক মনে আশ্রিত করিয়া আর বাতল  
 কর না। হোমার বলিতে হোমার মর্মে দেশে ২৩৬৪ আশ্রিত  
 ব্র বলিতে কুনি অধিতীয় অনা দৃশ্য হয় না। নিউমার ২৩  
 এগত বাকাশ্রবণ একমাত্র প্রিয় বা ক অধি হইল করিয়া অধি  
 ২৩৬৪ কতর মত।

প্রবন্ধের - শিরোনাম: কলকাতা হাট এবং প্রসঙ্গ।

১০ - রাগিণী সিনিটি। ভাল চেকা।

नाथ कि कथा गनि, भावने, समी, अमन वाक्ति पाएछे  
अमने जिते अभिने अमने उत व. इ. व. नाथ के एक  
वाय जागी, विना न. व. व. नाथ, एते कथा आर व. व.  
काहिनी ।

পক্ষম। ১৭২০ খ্রিঃ দৌড়ে করে রতিকৃত্তা । যেন মনোদমে  
স্বতন্ত্রীর চিত্র : পক্ষে এদেশের লোক কল্যাণের তরঙ্গ । মনে তো  
কিনী তোমার প্রণয় ॥ এ বাক্যেই সে কবিতা কাঁড়ালি ঘনী ।  
হুই সমস্ত সময় বেলা গনী । শনি উষ্মাপুরী কেন উষ্মাদিনী প্রায়  
হুই অধিনী জনাথ অভিপ্রায় : আমি তবু ভূমি প্রশ্ন এই নিক  
প্রাণাতীবে দেহ হবে মহানে জর্জন ॥ পরিব্রাজকেরে দিনা  
যিক বোধন । ক্রোড়ে মনচাবতি সে বুঝে বতন ॥ হাসি ককে সজ্জ-  
বোধনবনীতি । পথিক প্রণয় কর করণ উত্ততি ॥ উষ্মাপুরী বলে  
পথিক গোখালী । তব ভায়া হয়ে হই পথিকিনী আমি ॥ বে  
গোখলে বন্ধু মেইয়ে প্রবর্তা । তবাধিনী এসাঘোর সুন্দরা ইকতা



मदनमोहाधुनी ।

নাই ॥ যথা পতিতথা পত্নী কি ভবন বন । নারীর সান্নিধ্য প্রমদ  
 পরায়ণ ॥ স্বপ্নমনে অকুপন না হও প্রিয়মী । প্রেমজন্য নানা সে বিহ  
 দ রূপ অসি । এত বলি ভাব্যারে বুঝায় প্রমদন । অহমুখ উপ  
 বোধায় মদন ॥ সমায় সখায় দেখা হইল তখন । মদনোক্তি নব যা  
 কিসে সখা এখন ॥ সুপ্তমেন রাজ্যে তৈল স্বকীয় সাধন । স্বপ্নে করি  
 যাত্রা পেয়েছি স্বপন ॥ যজ্ঞিসুত বলে চল রূপতি নগীয়ে । হৈল  
 বিদায় মোরা হই কোন রূপে । দুলি কতি কবে পি পলিন দুজন  
 উপনীত হৈল আসি সখায় প্রাঙ্গণ । জামাতা কহিল যুগ মি  
 লনন । বোমি হৈল অশ্রুপান কর নিশ্বাস । অকুপন পতিসখ সা  
 কল মন । আজ্ঞা দেন যুর, কারি নবর গমন । বৈল দেখি পিত্র  
 কন্য অকুপিত । বধাক্রমে স্বাক্ষর করি কন্যার হস্ত । বৈল  
 রাজ্যে যাও এ বাপ মদন । কিম্বদন্ত্যে মদন জামাতা কহিল  
 সজাদেশে বধ লগে আইল সাতুলি । নবমহারতি সাধ কেবা ক  
 বলি ॥ ভূপ বলে সারথি ভারতি বলি লগ । বৈল কন্যার  
 আকর্ষণ ॥ ভুক্তি জামাতা মানে আশ্রম তখন । বৈল  
 ক্রিয়ায় মদন ॥ বৈল জামাতা বলিলে কন্যার প্রাঙ্গণে বৈল  
 কন্যার মদন হইল । শুনি মদন পদাতি মদন পুত্রিতা জামাতা  
 কহিলে বানন মনে উৎকণ্ঠিত ॥ মাপুরে বিবাহ না হৈল  
 জীবন জীবনময় শোকে পলিব জীবন ॥ অপর যিহ  
 তর শতাব্দিক যি বোলে । কেবল প্রবল দুঃখ অবলা  
 খেদ করে । কতু শিরে হাময়ে রক্তন সন্ধ্যায় ॥ বৈল  
 উদ্যতরণ কয় । ভুক্তি জামাতা বয় মদন আলয় ॥

मदनमोहनीय कान्तिशालिनी गीत गायन ३ प्रकाशित

【分析】

ଦ୍ଵିତୀୟ ହୁଏ । ଯାହା ନୃପତ୍ରାବିଡ଼େ, ଯଜ୍ଞମେର ବାବିଡ଼େ, ଶ୍ରୀମେ ବା  
 ମାହିଡ଼େ, ବାମେ ଆହା ମରିବେ । ଏକା ଯେ ଯେ ହର, ଏ ଆହାବେ ହର, ଯେ  
 ବାମନା ହର, ମାଧୁରୀରେ ଧରିବେ । ଆହା ମରି କି ମାଧୁରୀ ମାଧୁରୀରେ ବା ବେ  
 ଧେୟା । ବାହା ମରି, କିମେ ଯାଏ ଧରିବେ । ଯି ଯେ ଯାକ ଯାକ, ଯାକ







করিলেন । কিবা অন্ননা মূর্তি দর্শন করিয়া মাধুরী ধবপদ বহিরা  
বিনম্রোক্তে কহিলেন কে জীবিতেশ্বর ! কতিপয় দিবস এই অধিনীর  
বারাণসী বাসে বাস করিতে বাসনা হইতেছে । আর দেখুন, নতীর  
কুইয়াখন্দীদেয় করিলে যত ফল একা দর্শ্যচরণে তত ফল হয় না ।  
বনিতার বাণীতে তুলাবপুল হৃৎচিতে সম্মতি ও রথের সারথিকে বি-  
হায় করিলেন । পরে চন্দ্রনাথ ভজন মন্দির লোকের চণ্ডীপূজাদি করি  
য়া সময়ে আনন্দানন্দে মগ্ন হইলেন । অনন্তর ঈশ্বরকৃপায় তীর্থকল  
পূর্ণ হইয়া কুমিল্লা মহাবীর জ্ঞানান আশীর্বাদ হইল । বিজয় এক  
দিন শিব ভাসনক দেখিবারে গগণে ফুলানে গঠিলেন । আদেশ করেন ।  
মহা শিবের পদ দেখিয়া অমূল্য জানাছি বহিরা গুণে আশুতোষে  
ভূমিকেন্দ্র ॥

মদনমাধুরী সপ্তম অঙ্কে শিবের প্রবেশ

শিব । হৃদে । নমো নমঃ ত্রিপুরাশু বিপুল অমলক । কতিপয় পরিহার  
সম্পাদন কর । কতিপয় আনন্দে বিরাক ললাটে পাতক । এ তনয়ে  
একমাত্র হৃদে হৃদে হৃদে । প্রভু শম্ভুঃ পর কাঃ পর শিব । মতী  
মতী মতী বিনাশক ॥ বিহার মতীঃ মতী পাঠাইলে শিবক । এ  
নমো নমঃ বিনাশক । পঞ্চমতী নাগে বৃত্ত কর নিজ সেদক ।  
ত্রিপুরাশু মতী পূজা । ত্রিপুরাশু মতী পূজক ॥ তুলাবপুলকারীক  
বলকপালক ॥ ত্রিপুরাশু মতী পূজক ॥ আশুতোষ  
মতী ত্রিপুরাশু মতী পূজক ॥ আশুতোষ মতী পূজক ॥ আশুতোষ  
মতী পূজক ॥ শিবনা পূজি পাঠক পাঠক বালক ॥ সে ত্রিপুরাশু  
তদ্বাছে ত্রিলোক ॥

সেতকের স্তবে শিব প্রবেশ করেন ।

পর্যায় । বকু বনে ত্রিপুরাশু মতী পূজক ॥ কেবল ত্রিপুরাশু  
মতী পূজক ॥ নিয়ম নমো নমঃ বালক ॥ কেবল ত্রিপুরাশু  
মতী পূজক ॥ ত্রিপুরাশু মতী পূজক ॥ ত্রিপুরাশু মতী পূজক ॥  
ত্রিপুরাশু মতী পূজক ॥ ত্রিপুরাশু মতী পূজক ॥ ত্রিপুরাশু  
মতী পূজক ॥ ত্রিপুরাশু মতী পূজক ॥ ত্রিপুরাশু মতী পূজক ॥  
ত্রিপুরাশু মতী পূজক ॥ ত্রিপুরাশু মতী পূজক ॥ ত্রিপুরাশু  
মতী পূজক ॥ ত্রিপুরাশু মতী পূজক ॥ ত্রিপুরাশু মতী পূজক ॥



महामायापुत्राणि

স্বপ্নাশ্রিত্য তরাঙ দাসে ধরা ॥ শিবে নতি করি যার অরণ্য জালয় ।  
স্বপ্নাশ্রিত্য করয়ে স্তুতি জ্ঞানক যেরা লয় ॥

... বসন বাধুরী অঙ্গদা: ছব করে ।

[illegible]

इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि

স্বাধীনঃ দিভাসঃ      তালি একতালি ।

কোন ক্ষেত্রেই হস্তক্ষেপে মতামত দেওয়া যায়। প্রকৃতিতে জীব

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

চর, শিব চন্দ্র, জমি মার্কেট হেবেলা জয় ॥

তয়ত্রিণী। নরদেহ নয়, বশি শিবালয়, অস্তি প্রায় অস্ত। স্বপ্ন  
করি, শঙ্কর শঙ্করী, নটচক্রে প্রাণাশ্রয়। মরিলে কিবা, জা  
হায়া, কাশীকান্ত চিরতি। অমর প্রাণক, হিরে বীরপাক  
রথ সারথি ॥ 'বুটিল নরহ, পাইল শিবহ, শিবসেবক নয়।  
কহান, করিল প্রহান, দুই লয়ে স্বদাসন করের কপাল, বক্ষদে  
পাপাত যে ছিল। হাতি মহাপুরু, বশা বক্ষপুরু, অশ্রুতে জা  
পাতী বক্ষ, শাপে বীরপাক, করিলা যে মুক্তি। মল উপা  
কি কহেন, পাইবে শিবভক্তি ॥ এই গ্রন্থ পাঠে, লক্ষপতি  
কহিলে কহিলে, শঙ্কর সেই জন, কাশ্য বাক্য করিবেক কিরণে











দোষী । কৈতে তব দর জাতি দায়ী ॥ কোর তব দর মনে  
 সৌচ হুত তব দর মনে ॥ উপদেশ প্রতি দেয় ॥ দি । বর দায়ী  
 পদে পড়ি ॥ তাহাতে তব দায়ী মন । পরিবে গার পদে  
 মানে রাই কানাই কানাই ॥ পরাবে গর মনে জাতিদে ॥  
 যোগী ভিক্ষা দায়ী নিল । যোগী কি উদ্যোগী কানাই মনে  
 তব বনে তরি । গৌরবে কানাই কানাই মনে । বনে মন দর  
 পদে । তরনী তরনে এ বিপদে । মন দর মন দায়ী কানাই পদে ॥  
 কয়ে কানাই পদে পদে ॥ কয়ে কানাই কানাই কানাই মন । শিব দি  
 কানাই ॥ মনে মন বনে কানাই মনে । উত্তর মনে মনে মনে  
 মনে মনে মনে মনে মনে ॥ মনে মনে মনে মনে মনে  
 পরিতে পার নেই । অধিক অধিক মনে নেই ॥ মনে মনে মনে  
 প্রেমের কুতল মন দায়ী নিল কানাই ॥ কয়ে মনে মনে  
 মনে মনে মনে মনে ॥ কয়ে মনে মনে মনে মনে  
 মন দায়ী মনে মনে মনে মনে ॥

মন দায়ী মনে মনে মনে মনে ॥

একি মন দায়ী, মনে মনে মনে, মনে মনে  
 মন দায়ী মনে মনে মনে মনে ॥ মনে মনে মনে  
 মনে মনে মনে মনে মনে ॥ মনে মনে মনে  
 মনে মনে মনে মনে মনে ॥

মন দায়ী মনে মনে মনে মনে ॥ মনে মনে মনে  
 মনে মনে মনে মনে মনে ॥ মনে মনে মনে  
 মনে মনে মনে মনে মনে ॥ মনে মনে মনে  
 মনে মনে মনে মনে মনে ॥ মনে মনে মনে  
 মনে মনে মনে মনে মনে ॥ মনে মনে মনে  
 মনে মনে মনে মনে মনে ॥















